৮ জানুয়ারি ১৯৯২ ❑ আনন্দবাজার প্রকাশন ❑ ন' টাকা

আনন্দমেলা

বিশেষ কমিক্‌স সংখ্যা—২

সম্পূর্ণ কমিক্‌স

বাজপাখির পাহারা,
শেষ সংগ্রাম,
সমুদ্রের কবরখানা

❑ সঙ্গে আর্চি, টারজান,
গাবলু, রোভার্সের রয়
এবং টিনটিনের ধারাবাহিক
চিত্রকাহিনী : নীলকমল

টিনটিনের অ্যাডভেঞ্চার

কালো সোনার দেশে

বাকি অংশ পুরোটাই রঙিন

পেটের গোলমাল ?
অম্লরোগ ? ক্ষুধামান্দ্য ? কোষ্ঠকাঠিন্য ?

ডাঃ সরকার বলেন–

স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য রক্ষায় লিভার।

যদি লিভার ও স্টম্যাকের কাজ ভালো না হয় বা মানসিক অশান্তি জনিত ভালো ঘুম না হয়, তবেই পেটের গোলমাল হয়। সর্বাধিক রোগের কারণ এই পেটের গণ্ডগোল, তাই যদি সুস্বাস্থ্য চান – পেটের গোলমাল সারান, আর লিভারের সুরক্ষায় হন যত্নবান।

পেটের গোলমাল সারাতে ও লিভারের সুরক্ষায়

ডাঃ সরকারের এক ফলপ্রসু আবিষ্কার
(মাইকেল মধুসূদন একাডেমী পুরস্কৃত)

লিভোসিন – আয়ূর্বেদিক লিভার টনিক।

ব্যবহার বিধি ঃ

দু-চা চামচ করে লিভোসিন এক গ্লাস অল্প গরম জল-সহ সকালে খালি পেটে ও রাতে শোয়ার আগে সেবন করুন, যতদিন না- বুক জ্বালা সারে, হজমশক্তি বাড়ে, অম্লরোগ, ক্ষুধামান্দ্য ও কোষ্ঠকাঠিন্য দূর হয়, পেটের গোলমাল সারে আর সৌন্দর্য বাড়ে। সুফল ছাড়া, কোনও কুফল হয় না।

লিভোসিন

লিভার করেক্টিভ, কারমিন্যাটিভ
অ্যাপিটাইজার, রেস্টোর্যাটিভ্-টনিক্।

অ্যালোপ্যাথিক ও আয়ুর্বেদিক ওষুধ প্রস্তুতকারক ঃ

জুপিটার ফার্মাসিউটিক্যালস্ প্রাঃ লিঃ

২৫, ইডেন হস্পিটাল রোড, কলিকাতা-৭৩

ফোন ঃ ২৬-০১৫৬/২৭-০২২৪/৭৭-৭০৭৫/৩৩-৭০২৬

যাদের যত্নেই আপনার আরোগ্য ও আস্থা

আর্নিকাপ্লাস-ট্রায়োফার নির্মাতাদের সহযোগী সংস্থা Jupiter এর আয়ূর্বেদিক গবেষণার একটি উপহার।

Jupiter Emars Allen

Bringing Science to Life

Dr. Sarkar Group

Allen's Ad. India

২৩ পৌষ ১৩৯৮ ❑ ৮ জানুয়ারি ১৯৯২ ❑ ১৭ বর্ষ ১৯ সংখ্যা

আনন্দমেলা

বিশেষ কমিক্‌স সংখ্যা—২

■ সম্পূর্ণ কমিক্‌স ■

টিনটিন : কালো সোনার দেশে (শেষাংশ)

হার্জ ২৩

শেষ সংগ্রাম ৭

সমুদ্রের কবরখানা ১৫

বাজপাখির পাহারা ৫৯

■ বিশেষ নিবন্ধ ■

কমিক্‌সের নানা চরিত্র গৌতম চক্রবর্তী ১২

■ নিয়মিত কমিক্‌স ■

আর্চি ১১, টারজান ১৪, রোভার্সের রয় ৬৫, টিনটিন ৬৭, গাবলু ৬৯

■ ধারাবাহিক উপন্যাস ■

গজপতি ভেজিটেব্‌ল শু কোম্পানি

বিমল কর ৭১

স্বপ্নের বাগান সমরেশ মজুমদার ৭৫

■ নিয়মিত বিভাগ ■

কুইজ ৪, শব্দসন্ধান ৭৮

■ প্রচ্ছদ ■

সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

■ আগামী সংখ্যায় ■

প্রচ্ছদকাহিনী

বিখ্যাত স্কুলে ভর্তির খোঁজখবর

স্কুলে ভর্তি নিয়ে ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকদের প্রায়ই চিন্তায় পড়তে হয়। নামকরা স্কুল হলে তো কথাই নেই। ছাত্রছাত্রীদের চিন্তা এক্ষেত্রে বেড়েই যায়। কারণ এইসব স্কুলে ভর্তির প্রতিযোগিতা তুলনামূলকভাবে কঠিন। 'আনন্দমেলা'-র এই সংখ্যায় বেশ কয়েকটি স্কুলে ভর্তির খোঁজখবর থাকছে, যা থেকে ছাত্রছাত্রীরা সাহায্য পেতে পারবে।

সম্পাদক : দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়

আনন্দ বাজার পত্রিকা লিমিটেডের পক্ষে বিজিৎকুমার বসু কর্তৃক ৬ ও ৯ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০০১ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। দাম ন' টাকা।
বিমান মাশুল ত্রিপুরা ২০ পয়সা উত্তর পূর্ব ভারত ৩০ পয়সা

অদ্ভুত সব ব্যাপার ঘটছে। গাড়িতে পেট্রোল নিয়ে এগোতে-না-এগোতেই বিস্ফোরণ। কিন্তু এরকম বিস্ফোরণ ঘটবার কারণই বা কী ! টিনটিনের মনে হল, ব্যাপারটার মধ্যে একটা রহস্য রয়েছে। সে খোঁজ নিয়ে দেখল, পেট্রোলের বিক্রি দু' মাসে শতকরা ৬৫ ভাগ কমে গেছে। আরও কমছে। রহস্যের সমাধান করতে গিয়ে তাকে পাড়ি দিতে হল কালো সোনার দেশে। কালো সোনা, মানে পেট্রোল। ঘটনার পর ঘটনা। রহস্যের পর রহস্য। টিনটিন কীভাবে এই রহস্যের সমাধান করল, তা জানা যাবে এই সংখ্যায়। গত সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল 'কালো সোনার দেশে'-র প্রথমাংশ। বাকি অংশ এই সংখ্যায় প্রকাশিত হল। একত্রে সাজিয়ে নিলেই তোমরা পেয়ে যাবে টিনটিনের সম্পূর্ণ একটি বই—কালো সোনার দেশে।

কুইজ

ডাকিনী-বাতাস

বসন্তকালে ইউরোপের আল্পস পর্বত অঞ্চলে বয়ে চলে 'ডাকিনী-বাতাস'। এই বাতাস বইলে জনজীবনে সত্যিই কি অনেক ক্ষতি হয় ?

ফাহ্ন ! অর্থাৎ কিনা 'ডাকিনী-বাতাস'। এই বাতাস মানুষকে বিষণ্ণ করে তোলে, অদ্ভুত সব আচরণ করতে বাধ্য করে। এই বাতাস যেন প্রকৃতির এক অশুভ শক্তির দিশারী। প্রকৃতিতে এই ধরনের অনেক অশুভ বাতাস আছে। ৩০টিরও বেশি। এই ডাকিনীর বাতাস মানুষকে অত্মহত্যায় প্ররোচিত করে, পরিবারের দুর্যোগ ডেকে আনে। পৃথিবীর এক-এক জায়গায় এই বাতাসের এক-একরকম নাম। ক্যালিফোর্নিয়ায় এই অশুভ বাতাসের নাম 'সান্তা আনা', রকি পর্বত থেকে উড়ে আসে অশুভ 'চিনুক' হাওয়া, ফ্রান্সের দক্ষিণাঞ্চলে রহস্যময় এই বাতাসের নাম 'দি এসপানে', চিলি ও আর্জেন্টিনায় 'জোন্ডা', উত্তর আফ্রিকায় 'খামসিন'।

তবে এইসব অশুভ বাতাসের মধ্যে সবচেয়ে ভয়ঙ্কর হল ফাহ্ন। আল্পস পর্বতের সুইজারল্যান্ড ও ব্যাভেরিয়া অঞ্চলে এই রহস্যময় বাতাস বয়। এই ফাহ্ন থেকেই অন্য সব অশুভ বাতাসের সৃষ্টি। তাই সবরকমের অশুভ, অনিষ্টকারী ডাকিনীর বাতাসকে ফাহ্ন বলা হয়।

ফাহ্ন বইতে শুরু করলে মানুষ বিষণ্ণ হয়ে পড়ে, কেমন যেন ঘুম-ঘুম আবেশে চোখ বুজে আসে, অসহ্য এক বমি-বমি ভাবের উদ্রেক হয়। শরীরের রক্তচাপ বদলে যায়, মানুষ আত্মহত্যা করতে চায়। গোরু দুধ দেয় না, শিল্পক্ষেত্রে ও কলকারখানায় উৎপাদন কমে যায়, জনজীবনে আচমকা এক লাফে দুর্ঘটনার সংখ্যা বেড়ে যায়। মেধাবী ছাত্রছাত্রীরা এই সময়েই পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়, পরিবারে কলহ শুরু হয়। হাসপাতালে চিকিৎসার সুবন্দোবস্ত থাকা সত্ত্বেও এই সময়ে অধিকাংশ রোগীর মৃত্যু ঘটে, সমাজজীবনে বিশৃঙ্খলা বেড়ে যায়। ফাহ্ন বাতাস বইলে মাটির আর্দ্রতা কমে যায়, জঙ্গলে দাবানল জ্বলে ওঠে। দূরত্ববোধের ক্ষেত্রেও মরীচিকার মতো দৃষ্টিভ্রম হয়, ৫০ মাইল দূরের কোনও পর্বতকে মনে হয় এই তো বেশ কাছে ! বড়জোর আর কয়েক মাইল মাত্র !

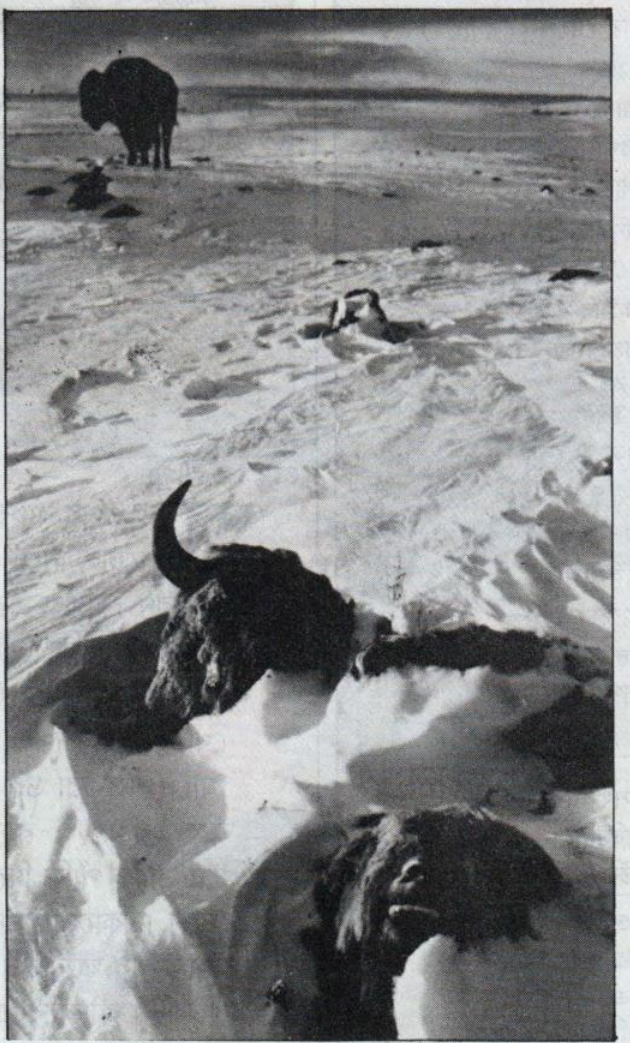

ডাকিনী-বাতাসের কথা ভাবলে মানুষের মনে ভেসে ওঠে এরকম ছবি

ফাহ্ন আসলে কিছুই নয়। শরৎকাল ও বসন্তকালে পার্বত্যদেশ থেকে উড়ে-আসা উষ্ণ ও শুষ্ক বায়ুপ্রবাহ। আল্পস পর্বতের উত্তর দক্ষিণভাগে বায়ুচাপের বৈষম্য থেকে দক্ষিণমুখী এই বায়ুপ্রবাহের সৃষ্টি। উত্তরভাগে বাতাসের চাপ কমে গেলে শূন্যতার সৃষ্টি হয়, তখন পর্বতগাত্র বেয়ে বাতাস ওপরে উঠে আবার নীচে নেমে আসে।

এই ডাকিনী-বাতাস বইলে জনজীবনে এরকম কুপ্রভাব পড়ে কেন ! ইজরায়েলের হাইফা শহরে অবস্থিত 'ইজরায়েল ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি'-র ডঃ নাথান রবিনসন এ-বিষয়ে আলোকপাতের চেষ্টা করেছেন। তাঁর মতে, এই সময়ে পরিবেশের তড়িতাধানের সাম্য-অবস্থার হেরফের ঘটে। বাতাসের স্থির তড়িতাধানের আনুপাতিক হিসেব কষলে দেখা যায় এই সময় ধনাত্মক তড়িতাধানের সংখ্যা ঋণাত্মক তড়িতাধানের চেয়ে বেড়ে যায়। পরিবেশে এই ধনাত্মক তড়িতাধানের আধিক্যই মানুষকে বিষণ্ণ করে তোলে। ফাহ্ন-এর সময় এই মানসিক অসুস্থতার হাত থেকে রেহাই পাওয়ার কোনও উপায় নেই। তবে জার্মান ওষুধের কোম্পানিগুলি 'ফাহ্ন-অসুস্থতা' সারানোর জন্য বেশ কিছু ওষুধ বিক্রি করে।

আসলে, ব্যাপারটা কী হয় ? চাপের বৈষম্যের ফলে পরিবেশে কোথাও শূন্যস্থান সৃষ্টি হলে আশপাশের বায়ুপ্রবাহ যে সেইদিকেই ধাবিত হয়, সেটা নতুন কোনও কথা নয়। পর্বতগাত্র ধরে বাতাস প্রথমে ওপর দিকে উঠতে থাকে। ওঠার সময়ে বাতাসের আয়তন বেড়ে যায় ও ক্রমশ ঠান্ডা হতে থাকে। এক সময় এটি জলীয় বাষ্পে সম্পৃক্ত হয়ে যায়।

জলীয় বাষ্পে সম্পৃক্ত হওয়ার পর আর্দ্রতা জমে বরফ বা বৃষ্টি হয়ে যায়, বাতাস লীন তাপ ছাড়ে। পর্বতশিখরে পৌঁছতে এই বাতাস তাই একেবারে শুকনো হয়ে যায়। আর নেমে আসার সময় ? বাতাস ক্রমশ উষ্ণ হয়ে ওঠে। কারণ বাতাসে তখন বাষ্পীভবনের মতো সামান্যই জল রয়েছে। তাই এই বায়ুপ্রবাহ তাপ শোষণে সক্ষম। সমভূমিতে যখন ফাহ্ন বয়, তখন সে উষ্ণ ও শুষ্ক এক বায়ুপ্রবাহ ছাড়া তাই আর কিছুই নয়।

চিলি, অস্ট্রিয়া, ব্যাভেরিয়ান ও সুইডিশ আল্পস পার্বত্য অঞ্চল ছাড়াও সুমাত্রা, জাভা ইত্যাদি ডাচ ইস্ট ইন্ডিজ অঞ্চলে একজাতীয় ফাহ্ন বা ডাকিনীর বাতাস বয়। এর নাম বোহোরোক।

তবে, যেখানে যে নামেই ডাকা হোক না কেন, এই বাতাসকে ঘিরে মানুষ সবসময়েই অতীন্দ্রিয় এক অশুভ, অলৌকিক শক্তিকে কল্পনা করেছে। বিংশ শতাব্দীতেও !

প্রশ্ন

(১) 'এম আর এফ' কোম্পানির পুরো নাম কী ? **সঞ্চিতা মাইতি,** ভোগপুর ।

(২) আন্তর্জাতিক বিচারালয় কোথায় অবস্থিত ? **পিয়ালি পাল,** জগাছা, হাওড়া ।

(৩) পৃথিবীতে কোন দেশে সবচেয়ে বেশি কফি উৎপাদিত হয় ? **মৌটুসি গুপ্ত,** শিলচর, অসম ।

(৪) ডেভিড হুইটন, স্তেফান এডবার্গ, লিয়েন্ডার পেজ ও প্যাট ক্যাশের মধ্যে মিল কোথায় ? **সঈদ ইকবাল আলম,** কলকাতা-১৪ ।

(৫) পরিচালক জি. ভি. আয়ার ভারতীয় দূরদর্শনের জন্য সংস্কৃত ভাষায় 'ভগবৎগীতা' নামে একটি সিরিয়াল তৈরি করছেন । এই সিরিয়ালে দ্রৌপদীর ভূমিকায় কে অভিনয় করছেন ? **অঞ্জলি গোয়েল,** তিনসুকিয়া ।

(৬) এই মুহূর্তে, ভারতের সবচেয়ে কমবয়সী আয়করদাতা কে ? **রাকেশ ভার্মা,** কলকাতা-৫৬ ।

(৭) পৃথিবীখ্যাত এক রাজনীতিবিদের সদ্য-প্রকাশিত আত্মজীবনীর নাম 'এগেইনস্ট দ্য গ্রেইন' । কে এই রাজনীতিক ? **অমিত মাথুর,** সিন্ধ্রি-২২ ।

(৮) একটি বিখ্যাত কমিক-স্ট্রিপের প্রথমে নাম দেওয়া হয়েছিল 'দ্য কুকি জার' । এই কমিক-স্ট্রিপটি এখন অন্য একটি নামে সারা পৃথিবীতে বিখ্যাত । কী সেই নাম ? **সুজিত মুখার্জি,** ভুবনেশ্বর-৭ ।

(৯) একজন টেস্ট-ক্রিকেটার পর-পর তিনটি টেস্টে ৯৯, ৯৮ ও ৯৭ রান করে আউট হয়ে গিয়েছিলেন । কে তিনি ? **অমিত দত্ত,** কলকাতা-১০ ।

(১০) জনৈক চিত্র-পরিচালকের আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থের নাম 'ফান ইন আ চাইনিজ লন্ড্রি' । কে এই চিত্র-পরিচালক ? **রঞ্জন সেন,** কলকাতা-৪০ ।

(১১) তানজানিয়ার মুদ্রার নাম কী ? **কল্পশ্রী ভৌমিক,** কলেজিয়েট স্কুল, শিলচর, অসম ।

নিল ও'ব্রায়েন

(১২) বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস কোনদিন পালিত হয় ? **শুভস্মিত গোস্বামী,** রাষ্ট্রীয় বিদ্যালয়, জলপাইগুড়ি ।

(১৩) টেস্ট ক্রিকেটে কোন অলরাউন্ডার সর্বপ্রথম ২০০ উইকেট ও ২০০০ রান পেয়েছেন ? **কাজী রাইহানুজ্জমান,** রাজগ্রাম, বীরভূম ।

(উত্তর আগামী সংখ্যায়)

গত সংখ্যার উত্তর

(১) কানপুর ।
(২) সেন্ট্রাল ইন্ডাস্ট্রিয়াল সিকিওরিটি ফোর্স ।
(৩) দিলীপ দোশি ।
(৪) এশিয়া প্যাসিফিক ইকনমিক কমিশন ।
(৫) ব্রাসিকা কাম্পেসট্রিস ।
(৬) ১৮০২ সালে, বোম্বাই শহরে ।
(৭) শিবকুমার শর্মা, প্রখ্যাত সন্তুরবাদক ।
(৮) ইস্কুতু নেভি স্পুত্‌নিক জেমিনি ।
(৯) ইভান লেন্ডল ।
(১০) জ্যাক ডেম্পসি । ঘটনাটা ঘটেছিল ডেম্পসি বনাম লুই ফিশার-এর লড়াইয়ের সময় ।
(১১) নিউ ইয়র্ক ।
(১২) বেন ওকেরি ।
(১৩) ফিনল্যান্ড ।
(১৪) সার ডন ব্রাডম্যান ।
(১৫) কর্ড লিস্টার ।

ব্র্যাডম্যান

শিবকুমার শর্মা

দিলীপ দোশি

লেন্ডল

ডায়মন্ড কমিকস্ এর নিবেদন

প্রাণ

চাচা চৌধুরী আর প্রফেসর শাটল্‌কক

প্রফেসর শাটল্‌কক চাচা চৌধুরী আর সাবুকে মারার জন্য এক নতুন পরিকল্পনা তৈরী করল।

কিন্তু ও কি সফল হবে?

পড়ুন এক নতুন রোমাঞ্চকর কীর্তি।

চাচা চৌধুরী আর প্রফেসর শাটল্‌কক

মূল্য ৮ টাকা

ফ্রী

একটা বড় স্টিকার

ডায়মন্ড কমিকস্ (প্রা.) লিমিটেড

২৭১৫ দরিয়াগঞ্জ, নতুন দিল্লী-১১০০০২

শেষ সংগ্রাম
দেশবাসীর কারিগরি দক্ষতা আর নিজের পরিবারের স্বাচ্ছন্দ্যে পরিবেষ্টিত তান্দ্রা অভিযানের সাফল্য সম্পর্কে নিশ্চিত...
কতটা সরে এসেছি, সালান ?
শূন্য, শূন্য, পাঁচ-নয়-চার।
তা হলে নিশ্চিন্ত হতে পারি। মেয়েরা ঘুমোতে যেতে পারে।
তুমি যা বলবে। তবু আবার দেখা উচিত।
অযথা উদ্বিগ্ন হচ্ছ। নিশ্চিত না হলে কি নিজের প্রিয়জনদের জীবনের ঝুঁকি নিতুম ?
তোমাদের বাবা আমাদের চেয়ে বেশি জানেন। ঘুমোতে যাও, মেয়েরা।
দুই বোন ঘুমোতে যাচ্ছে...
তুমি মায়ের সঙ্গে একমত, মুরান ? ভাবছ, বাবা গুরুত্ব দিচ্ছেন না ?
বাবা শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক, আর সেটাই বিপদের কারণ নয় কি ?
আবার সেই স্বপ্ন ?
কিছুদিন দেখিনি। তবে ভয় হয়, ফের দেখব।
বিছানায় শুয়ে...
ঘুমোও, বোনটি। আমি জানি অবস্থা বাবার নিয়ন্ত্রণে।
ঠিক বলেছ, দিদি

মুরানের শরীর বিশ্রাম নিলেও মন কাজ করছে...
নাআআ...পাহাড়টা... নড়ছে...
পাহাড়টা নড়ছে !
জাহাজে ফিরব !
মাটি কাঁপছে...এঞ্জিনের শক্তি ছাড়াই আমরা আকাশে উঠছি...উহ্হ্ !
মুরান, আবার কি সেই স্বপ্ন দেখলে, বোন ?
প্রায় এক । তবে এবার আরও ভয়ঙ্কর !
এক দানবগ্রহে নেমেছিলুম । প্রচণ্ড শব্দে মাটি কেঁপে উঠল, কাঁপুনি জাহাজে ছড়িয়ে পড়ল ।
পাহাড়টা কি তখনও সেখানে ছিল ?
হ্যাঁ । এক অদৃশ্য শক্তি আমাদের বায়ুমণ্ডলে ছুঁড়ে দিল ! আমরা বাধা দিতে পারলুম না ।
মুরান, বাবা হেসে উড়িয়ে দিলেও, কথাটা অবশ্যই ওঁকে বলা দরকার ।
কিন্তু তান্দ্রা সিদ্ধান্তে অটল...
মুরান, আমাদের উদ্দেশ্য পর্যবেক্ষণ । কোথাও নামব না । স্বপ্নটা হাস্যকর !
কিন্তু বাবা, ওটা এমন বাস্তব ! তা ছাড়া ফিরে-ফিরে আসছে কেন ?
কিন্তু জবাবের আগেই...
আমাদের গতি হঠাৎ বেড়ে গেল ! কিছু একটা আমাদের টেনে নিচ্ছে !
কী... ?
স্বয়ংক্রিয় মস্তিষ্ক নিয়ন্ত্রণ হাতে নিক !

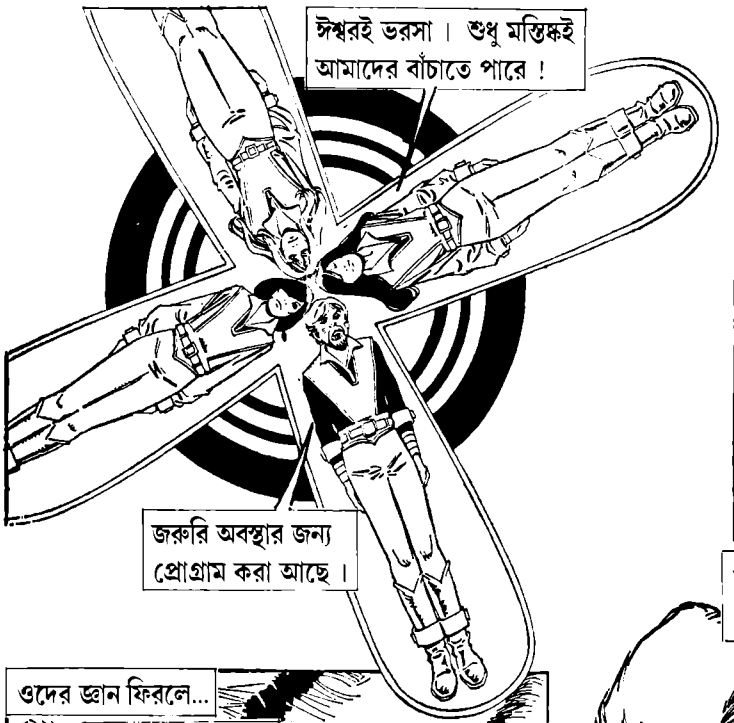
ঈশ্বরই ভরসা। শুধু মস্তিষ্কই আমাদের বাঁচাতে পারে!
জরুরি অবস্থার জন্য প্রোগ্রাম করা আছে।

কিন্তু গতিবৃদ্ধির চাপ অত্যন্ত বেড়ে গেল...

ওদের জ্ঞান ফিরলে...
আমরা কোথায়...?
সবাই সুস্থ?

যন্ত্রপাতি পরীক্ষার আগে কোথায় আছি দেখে নিই।

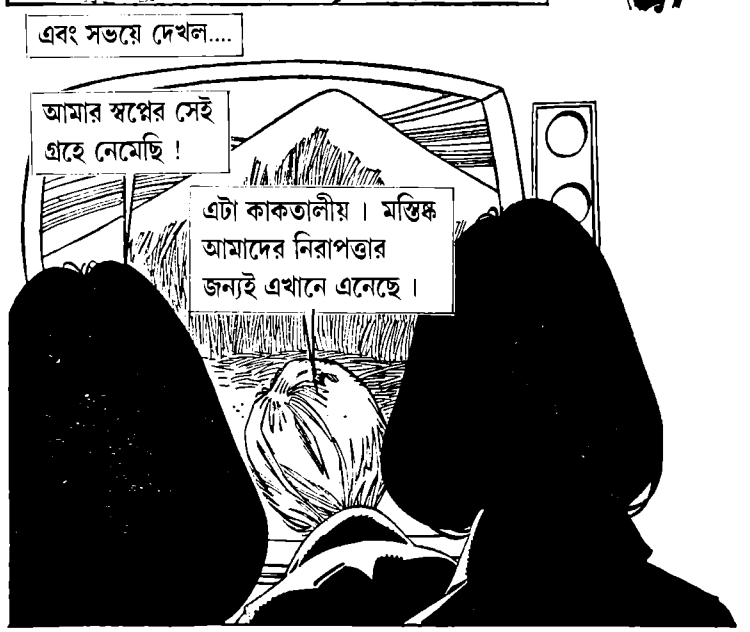
এবং সভয়ে দেখল....
আমার স্বপ্নের সেই গ্রহে নেমেছি!
এটা কাকতালীয়। মস্তিষ্ক আমাদের নিরাপত্তার জন্যই এখানে এনেছে।

পরে...
আমাদের জাহাজ ঠিক আছে, কিন্তু এই গ্রহের মহাকর্ষের টান কাটাবার শক্তি নেই।
তা হলে আমরা এখানে পরিত্যক্ত...চিরদিনের জন্য!

দুঃখ করে লাভ নেই। আমাদের নতুন আস্তানা কেমন দেখা যাক।
কিন্তু নতুন দেশে নেমেই...
পাহাড়ের চূড়াটা দ্যাখো...ওটা নড়ছে!
জাহাজে ফেরো!
সেই শব্দ, সেই ভয়ঙ্কর শব্দ!
ধরে থাকো! এটা নিশ্চয় ভূমিকম্প!
আশ্চর্য! ভূমিকম্প আমাদের আকাশে তুলে দিয়েছে। তা হলে এখান থেকে পালাতে পারছি!
এবং বাইরে...
এখানে এটা কী?
মনে হচ্ছে বাচ্চাদের ফেলে-দেওয়া ভাঙা খেলনা। বাজে জিনিস।
সব মহাকাশযানই প্রকাণ্ড হয় না!
সমাপ্ত

আর্চি
আর্চি, শান্ত হও ! তোমাকে তো বলেছি বাবা এখানে নেই !
জানি না কেন, কিন্তু আমি শান্ত হতে পারছি না !
ভেরনিকা, তোমার সঙ্গে জরুরি কথা আছে !
তোমার বাবার সম্পর্কে !
অপেক্ষা করো !
না, অপেক্ষা করা যাবে না!
7-22
ওঁকে আর সহ্য করতে পারছি না !
আর্চি, দোহাই তোমার !
উনি আমাকে পাগল করে দিচ্ছেন !
আমার কথা শোনো !
উনি গোয়েন্দাগিরি করছেন !
আর্চি !
কী হল ?
বাবা ফোনে কথা বলছেন!
গররর !
Creators Syndicate, Inc. © 1990 Archie Comic Publ., Inc.

বিশেষ নিবন্ধ

কমিক্‌সের নানা চরিত্র

কে সৃষ্টি করেছেন আর্চি ? অরণ্যদেবের স্রষ্টা কে ?
জনপ্রিয় কমিক্‌স চরিত্রগুলি কারা সৃষ্টি করেছেন ?
আলোচনা করেছেন **গৌতম চক্রবর্তী**

টিনটিন থেকে টারজান, অ্যাসটারিক্স থেকে আর্চি কিংবা অরণ্যদেব থেকে গোয়েন্দা রিপ কার্বি, জাদুকর ম্যানড্রেক অবধি সবাই আজ আমাদের কাছের মানুষ। বয়স, দেশ বা ভাষা এখানে কোনও বাধা নয়।

মার্কিন কল্পবিজ্ঞান লেখক হারলান উইলসন একবার মন্তব্য করেছিলেন, উত্তর মেরু থেকে দক্ষিণ মেরু পর্যন্ত পৃথিবীর সর্বত্র পাঁচটি চরিত্রকে সবাই একডাকে চেনে। এই চরিত্রগুলি হল টারজান, শার্লক হোম্‌স, মিকি মাউস, রবিনহুড ও সুপারম্যান।

ফরাসিরা তো এই ব্যাপারে এখন আরও এক-ধাপ এগিয়ে গেছেন। অ্যাসটারিক্স, গেটাফিক্স, ওবেলিক্স ও ক্যাকোফোনিক্সদের ফরাসিরা এখন প্রায় জাতীয় চরিত্র বলে মনে করেন। ১৯৯২ সালের এপ্রিল মাসে প্যারিসে প্রথম 'ইউরো-ডিজনিল্যাণ্ড' উদ্বোধন হওয়ার কথা আছে, আমেরিকার ওয়াল্ট ডিজনি কোম্পানি ও ফরাসি সরকারের যুগ্ম উদ্যোগে এটাই হবে ইউরোপের মাটিতে প্রথম ডিজনিল্যাণ্ড।

শোনা যাচ্ছে, প্যারিসের ডিজনিল্যাণ্ড অ্যাসটারিক্সদের চরিত্র নিয়ে এখন সত্যিই নতুন সাজে সেজে উঠছে। ১৯৫৯ সালের ২০ অক্টোবর 'পাইলত' নামে সাপ্তাহিক পত্রিকায় রেনে গসকিনি ও অ্যালবার্ট উদেরজো যখন এই অ্যাসটারিক্স কমিক্‌সটি তৈরি করেছিলেন, তখন তাঁরা নিশ্চয় ঘুণাক্ষরেও আন্দাজ করতে পারেননি, সারা পৃথিবী জুড়ে কী বিপুল খ্যাতি অর্জন করতে চলেছে কমিক্‌স-এর এই চরিত্ররা।

গসকিনির মতোই একসময় জনপ্রিয়তার বিপুল স্রোতে ভেসে গিয়েছিলেন বব মন্টানা।

তখন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ। ১৯৪১ সাল। কমিক্‌স-এর বাজার সে-সময় খুব খারাপ, গোটা আমেরিকা জুড়ে সুপারম্যান আর ব্যাটম্যানের আদলে 'স্যাণ্ডম্যান', 'অ্যামেজিংম্যান', 'বুলেটম্যান', 'হকম্যান' ইত্যাদি অতি-মানবের ছড়াছড়ি। এইসব কমিক্‌সে ভায়োলেন্সের ভয়ঙ্কর আধিক্য, দৈহিক বলপ্রয়োগে শত্রুনিধন করা ছাড়া

এইসব 'সুপার-হিরো' আর বেশি কিছু করত না।

সেই তুমুল যুদ্ধের সময়েই মন্টানা এই প্রথাগত ধারণার বিরুদ্ধে তৈরি করলেন তাঁর নতুন কমিক্স্ আর্চি। না, কোনও অতি-মানব নয়, হাই স্কুলের উঁচু ক্লাসের কয়েকজন ছাত্র-ছাত্রীই তাঁর কমিক্সের নায়ক-নায়িকা।

ডেনিস অবশ্য আর্চির মতো এখনও বড়সড় হয়ে ওঠেনি, কিন্তু দুরন্ত এই ছেলেটি দস্যিপনায় ইতিমধ্যেই পৃথিবীর সকলের মন কেড়ে নিয়েছে। শোনা যায়, স্রষ্টা হাঙ্ক কাচেম নাকি তাঁর নিজের ছেলের দুরন্তপনায় অধৈর্য হয়ে আচমকা একদিন এই চরিত্রটি সৃষ্টি করেছিলেন। ডেনিস দ্য মেনাস! এই খুদে ছেলেটির দৌরাত্ম্যে প্রতিবেশী মিঃ উইলসন রীতিমত বিরক্ত, মাঝে-মাঝে পাড়া জ্বালাতে ডেনিসের সঙ্গে তার বন্ধু জোয়িও যোগ দেয়।

হেনরি ওরফে 'গাবলু' আবার ডেনিসের তুলনায় একটু অন্যরকম। মায়ের কাছে এসে গল্প শোনার জন্য সে আবদার ধরে না, প্রতিবেশীদের কারণে-অকারণে উত্ত্যক্ত করে

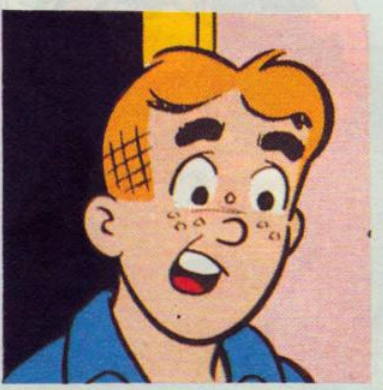

না। তবে কি না, গাবলু প্রায়শই বান্ধবীকে আইসক্রিম খাওয়াতে গিয়ে বিপাকে পড়ে, তার নানা কাণ্ডকারখানায় স্কুলের দিদিমণি, রাস্তার পাহারাদার সকলেরই চোখ ট্যারা হয়ে যায়।

ডেনিস দ্য মেনাস, গাবলু কিংবা আর্চিদের দেখে কেউ যদি ভেবে বসেন যে, কমিক্স-চরিত্রদের বয়স বাড়ে না, তা হলে কিন্তু তিনি ভুল করবেন। ডেনকালির অরণ্যের খুলি-গুহায় রীতিমত জাঁকজমক ও ধুমধাম করে বছর কয়েক আগে অরণ্যদেব ও ডায়ানা পামারের বিয়ে হয়ে গেছে, কিট ও হেলোয়েজ নামে তাঁদের যমজ সন্তানও হয়েছে।

এই অরণ্যদেব চরিত্রটি যিনি সৃষ্টি করেছিলেন, সেই লি ফক সেন্ট লুই অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সিতে বিজ্ঞাপনের কপি লিখতেন। লি ফকের প্রথম কমিক্স ফ্যান্টম বা অরণ্যদেব নয়, একজন জাদুকরকে নিয়েই তিনি সৃষ্টি করেছিলেন তাঁর জীবনের প্রথম কমিক্স। 'জানাডু' নামে অত্যাশ্চর্য এক প্রাসাদে সেই জাদুকরের বাস, 'জাদুকর ম্যানড্রেক' নামেই তিনি পরিচিত।

মাত্র কয়েকদিন আগে কলকাতার এক সিনেমা হলে একটি ইংরেজি সিনেমা দেখতে দর্শক উপচে পড়েছিল। ছবির নাম 'ডিক ট্রেসি', নায়িকার ভূমিকায় ছিলেন ম্যাডোনা। প্রসঙ্গত জানাই, কমিক্সের দুনিয়ায় প্রথম পুলিশ অফিসার নায়ক ডিক।

তা না হলে, খোদ ম্যাডোনা নিজে এ-ছবিতে অভিনয় করলেন কেন? পৃথিবীখ্যাত গায়িকা হয়তো নিজেও মনে-মনে স্বীকার করেন যে, কমিক্স চরিত্ররা দারুণ জনপ্রিয়। এমনকী ম্যাডোনার থেকেও !!

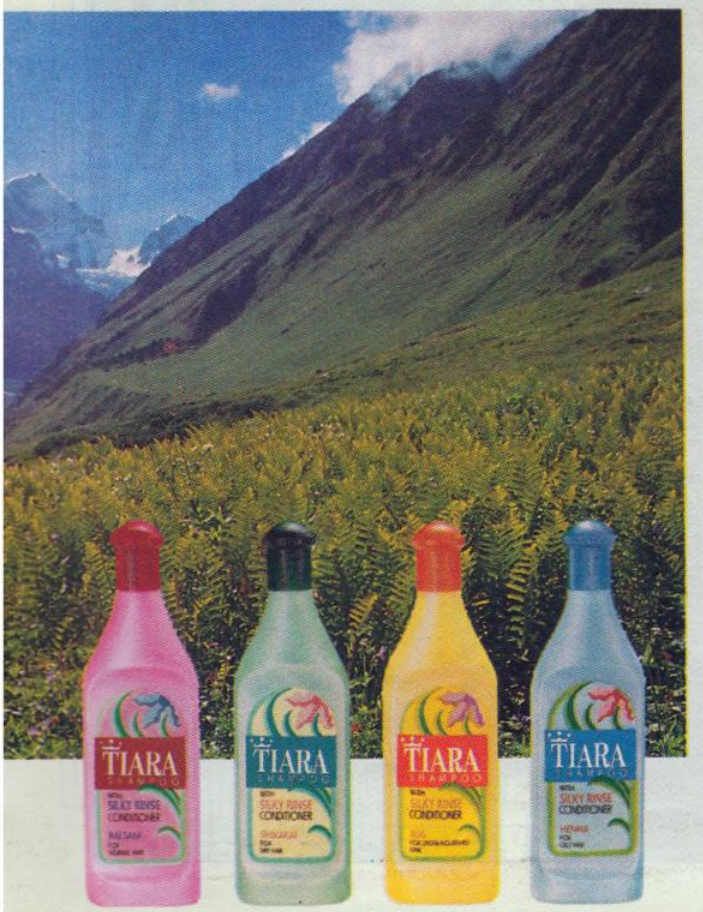

যেমনই হোক আপনার
চুলের প্রকৃতি

স্বাভাবিক চুলের জন্যে বালসাম।
রুক্ষ চুলের জন্যে শিকাকাই।
অপুষ্টিতে ভোগা চুলের জন্যে এগ।
তেলতেলে চুলের জন্যে হেনা।

টিয়ারা
শ্যাম্পু
সিল্কী রিন্স কণ্ডিশনার যুক্ত

HELENE CURTIS

টারজান

এডগার রাইস বারোজ

ফরাসি পারমাণবিক ডুবোজাহাজ রোল্যান্ড জলের তলার সুড়ঙ্গপথে সাবধানে ক্যাপ্রোনা দ্বীপের অভ্যন্তরে হ্রদের দিকে চলেছে...

আর তিনশো মিটার, অ্যাডমিরাল ডারনট...

কয়েক মিনিট বাদে...

আমরা হ্রদে পৌঁছে গিয়েছি।

র‍্যাম্বো, জলের ওপরে ওঠার জন্য তৈরি হোন।

অভিযাত্রীদের পারমাণবিক ডুবোজাহাজ রোল্যান্ড সুড়ঙ্গপথে ক্যাপ্রোনা দ্বীপের অভ্যন্তরে হ্রদে জলের ওপরে উঠল। টারজান এই প্রথম কাসপাককে দেখল...

কথাটা এতদিন আমি বিশ্বাসই করিনি।

বিস্ময় আমার কল্পনাকে ছাপিয়ে গিয়েছে।

অ্যাডমিরাল ডারনট!

গুলি চালাও!

বন্ধু, মনে হচ্ছে আমরা এখানে অবাঞ্ছিত!

আমি কেন যেন অবাক হইনি, পল।

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

সমুদ্রের কবরখানা

'সি লেডি' জাহাজের রেহাই পাওয়ার আশা ছিল না। কিছুক্ষণের মধ্যেই সমুদ্রের কবরখানায় তার জায়গা হতে যাচ্ছিল....

ও কী... ? ওখানে একটা লোক !
এটা ঠাট্টার সময় নয় ! সর্বনাশ, হাল আটকে গেছে !
জাহাজ যখন পাহাড়ে ধাক্কা খাচ্ছে, জেন আর তার বাবা আতঙ্কে হিম হয়ে গেল ।
ক্র্যা অ্যা অ্যা অ্যা ক
কয়েক মুহূর্ত পরে, বাবা আর মেয়ে ছিটকে গিয়ে উত্তাল সমুদ্রের হিমশীতল জলে তলিয়ে গেল ।
আর পারছি না...দম বন্ধ হয়ে আসছে...জ্ঞান হারাচ্ছি...
জ্ঞান ফিরলে জেন দেখল...
ককোথায় ? ...বাবা... ?
ওই যে, ওখানে ! বাবা, জাগো ! কেউ আমাদের বাঁচিয়েছে !
বাবা বেহুঁশ ! হয়তো জাহাজে ডাক্তার আছেন।

এটা কেমন জাহাজ ? জাহাজ না জাদুঘর ?
এখানে কি কেউ আছেন ? অদ্ভুত...ওই গোটানো কাগজগুলো !
টাইটানিক
আশ্চর্য ! এটা কি কোনও উদ্ভট রসিকতা ? এখানে যেসব জাহাজের নাম আছে তার সবক'টাই যাত্রী নিয়ে ডুবে গিয়েছিল !
সি লেডি
অবিশ্বাস্য ! ওটায় আমার আর বাবার নাম লেখা।
দেখি,পরিচিত কোনও চিহ্ন চোখে পড়ে কি না...তা হলে কোথায় আছি জানতে পারব।
না...এ অসম্ভব ! আমরা সমুদ্রের তলায়, এটা যদি স্বপ্ন না হয় তবে আমরা...

সমুদ্রের কবরখানা

হ্যাঁ...ডেভি জোন্‌স-এর ডেরায় ! আমার গরিবখানায় সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।
হ্যাঁ। নিয়তির নির্দেশেই আমি তোমাদের জাহাজের কাছে ছিলুম। তোমাদের জাহাজের হাল ঝড় তুলে দিয়ে আমিই ভেঙেছি !
আর বাজে কথা নয়। আমার অনেক জরুরি কাজ আছে। এসো !
ড্‌ডেভি জোন্‌স...সমুদ্রের অশুভ আত্মা ! তোমাকেই তবে আমাদের জাহাজে দেখেছিলুম।
দানো, আমাকে ছোঁবে না !
ওর মুখ স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি না... তবে ওকে ঘিরে আছে মৃত্যু আর জরার গন্ধ !
এত স্পর্ধা ! তোমার বেআদবি আমি সহ্য করব না বলে দিলুম।
খবর্দার, কাছে আসবে না !
তুচ্ছ মানুষ ! ডেভি জোন্‌সকে ধমক দিচ্ছ ? মেজাজে আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছ !
ঠক
উহ্...ওকে বেশি খেপিয়ে দিয়েছি !
না... !
শুধু তোমার মেজাজ নয়, এই জঘন্য কাগজগুলোও জ্বালিয়ে দিলুম !

না ! ডেভি জোন্‌স-এর সম্পত্তি নষ্ট করতে পারবে না...
চারদিকে আগুন...বড় গরম...আমি...
...বেহুঁশ হয়ে যাচ্ছি...জলের ওপরে ভেসে উঠতেই হবে...
খানিক বাদে...
ক্যাপ্টেন, ওই দেখুন ! ওদের খুঁজে পেয়েছি !
অবিশ্বাস্য কাণ্ড ! সি লেডি নিখোঁজ আজ ছ'দিন—অথচ আপনারা দু'জনই বেঁচে ! বাঁচলেন কী করে ?
বাঁচলুম কী করে ? জানি না... কিছুই মনে পড়ছে না।
ক্যাপ্টেন, সমুদ্রে ঘুরছি আজীবন... অনেক আশ্চর্য জিনিস দেখেছি... শুধু এইটুকু জানি যে, কম লোকই ডেভি জোন্‌সকে ফাঁকি দিতে পারে ! তাই না ?
সমাপ্ত

Limca
BOOK OF RECORDS

সঠিক উত্তর পাঠাও, দারুণ সব পুরস্কার জিতে নাও

প্রতিবন্ধী নাবিক

একজন প্রতিবন্ধী মানুষের কৃতিত্ব যে-কোনও সক্ষম মানুষের কাছে ঈর্ষার বস্তু হয়ে ওঠে অনেক সময়। সেরকমই নজির সৃষ্টি করেছেন ৩২ বছর বয়সের একজন যুবক অশোককুমার সিংহ। তিনিই পৃথিবীর প্রথম প্রতিবন্ধী নাবিক, যিনি জলপথে গোটা পৃথিবীটাকেই প্রদক্ষিণ করে

এসেছেন। তাঁর অসীম মনোবল, কষ্টসহিষ্ণু এবং দুঃসাহসী চরিত্রই তাঁকে এরকম এক বিস্ময়কর কৃতিত্বের অধিকারী করে তুলেছে। অনেক সক্ষম মানুষই এরকম একটি অভিযানের কথা কল্পনায়ও আনতে পারেন না। অশোককুমার ছিলেন একজন সক্ষম মানুষ। একবার এক আকস্মিক বিমান দুর্ঘটনায় একটি পা হারান তিনি। সেই দুর্ঘটনায় তাঁর মুখের চোয়ালের হাড় সাতটি টুকরো হয়ে ভেঙে যায়, হাতের কব্জি গুঁড়িয়ে যায় এবং কনুই মুচড়ে যায়। তখন তিনি অনেকদিন চিকিৎসাধীন ছিলেন। তারপর তিনি তাঁর এই রোমাঞ্চকর এবং দুঃসাহসী অভিযানের পরিকল্পনা করেন। এই অভিযানে সফল হয়ে তিনি আত্মতৃপ্তিতে মোটেই থেমে থাকেননি। এখনও তিনি অবলীলায় হালকা, দ্রুতগামী জাহাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। অশোককুমার আমাদের সামনে সাহসিকতা এবং দৃঢ় মনোবলের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে রইলেন।

বিশ্বকাপে দক্ষিণ আফ্রিকার প্রধান অস্ত্র ডোনাল্ড

ছেলেটি স্কুলে কিছুতেই ব্যাট করতে চায় না। সবসময়ই সে বল করবে। লাল বল দেখলেই সে হাতে তুলে নেয়। উইকেটের কাছে দৌড়ে এসে যত জোরে পারা যায় বলটা ছুঁড়ে দেয় অন্য প্রান্তে দাঁড়ানো ব্যাটসম্যানের দিকে।
এই ছেলেটি এখন দক্ষিণ আফ্রিকার ক্রিকেট-দলের প্রধান অস্ত্র অ্যালান ডোনাল্ড, যাঁকে কেন্দ্র করে বিশ্বজয়ের স্বপ্ন দেখছে দক্ষিণ আফ্রিকা। ১২-১৩ বছর বয়স থেকে ক্রিকেট খেলতে শুরু করেন ডোনাল্ড। স্বাভাবিকভাবেই তিনি ঝুঁকে পড়েছিলেন পেস বোলিংয়ের দিকে। দুরন্ত গতিতে ছুটে এসে বল করাটাই ছিল তাঁর সবচেয়ে আনন্দের

ব্যাপার। স্কুল-জীবন শেষে অরেঞ্জ-ফ্রি স্টেট-এর গ্রে কলেজে ভর্তি হওয়াটাই তাঁর জীবনের 'টার্নিং-পয়েন্ট'। এই সময় থেকেই পুরোপুরি ক্রিকেটে মন দিলেন ডোনাল্ড।

বিখ্যাত পত্রলেখক

মহৎ সাহিত্য রচনা করে বিখ্যাত হয়ে ওঠেন সাহিত্যিকরা। কিন্তু সাহিত্য রচনা না করেও, চিঠি লিখে বিখ্যাত হয়ে ওঠার উদাহরণ হলেন বোম্বাইয়ের বাসিন্দা অ্যান্টনি পারাকল। তিনি 'লেটারস টু দ্য এডিটর' কলমে চিঠি লিখে বিখ্যাত হয়ে উঠেছেন। বিভিন্ন সংবাদপত্রে এবং সাময়িকীতে সম্পাদককে লেখা তাঁর প্রকাশিত চিঠির সংখ্যা সাড়ে তিন হাজারেরও বেশি। শুধু তাই নয়, একটিমাত্র সংবাদপত্রে, ওই কলমে সর্বাধিক প্রকাশিত চিঠি লেখার কৃতিত্বও তাঁরই। কেরল থেকে প্রকাশিত হয় একটি ইংরেজি সাপ্তাহিক 'মালাবার হেরাল্ড'। এই সাময়িকীটিতে এ-পর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছে তাঁর দেড় হাজার চিঠি। এখনও পর্যন্ত একটি মাত্র পত্রিকায় কারও এত চিঠি প্রকাশিত হয়নি।

ধনঞ্জয় পাত্র বিভিন্ন সংবাদপত্রের 'লেটারস টু দ্য এডিটর' কলমে চিঠি লিখে বিখ্যাত হয়ে উঠছেন। এ-পর্যন্ত ইংরেজি ভাষায় প্রকাশিত প্রধান-প্রধান সংবাদপত্রে তাঁর প্রকাশিত চিঠির সংখ্যা এক হাজারেরও বেশি। মাসে গড়ে তাঁর ছ'টি চিঠি প্রকাশিত হয়েছে। অ্যান্টনি পারাকলের চিঠি অনেক দুঁদে সম্পাদককেও অনেক সময় ভাবিয়ে তুলেছে সন্দেহ নেই।

১৯৮৫ সালে খেললেন অরেঞ্জ-ফ্রি স্টেটের হয়ে প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেট। সেই বছরই দক্ষিণ আফ্রিকা খেলল বিদ্রোহী অস্ট্রেলিয়া দলের বিরুদ্ধে। মধ্যে একটি সিরিজ। পোর্ট এলিজাবেথে ওয়ারউইকশায়ারের দুঁদে কর্মকর্তা ডেভিড ব্রাউন-এর চোখে পড়ে গেলেন ডোনাল্ড। পরে ১৯৮৭ সালে ওয়ারউইকশায়ারের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হলেন ডোনাল্ড। এখনও সেখানেই আছেন। এখন ডোনাল্ড বিশ্বকাপে খেলবার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন।

ওয়াকারের বলের জোরই বেশি

ফাস্ট বোলারদের মধ্যে সবচেয়ে জোরে বল করেন পাকিস্তানের ওয়াকার ইউনুস। ঘণ্টায় ১৩৫ কিলোমিটারেরও বেশি গতিতে তিনি বল করতে পারেন। তাঁর 'আইডল' হচ্ছেন পাকিস্তানের অধিনায়ক ইমরান খান। পারিবারিক সূত্রে ছেলেবেলা থেকেই বহু জায়গায় ঘুরতে হয়েছে ওয়াকার ইউনুসকে। তাঁর যখন বয়স মাত্র চার, তখন তিনি শারজায় বাবার কাছে চলে আসেন। শারজাতেই তিনি লেখাপড়া শুরু করেছিলেন। তারপর তিনি চলে আসেন পাকিস্তানে। ভাওয়ালপুরের সাদিক পাব্লিক স্কুলে তিনি ভর্তি হয়েছিলেন। সেই স্কুলে ছিল সুন্দর একটা ক্রিকেট-মাঠ। ছিলেন ভাল-ভাল প্রশিক্ষক। ওয়াকার ইউনুস হাতে বল তুলে নিলেন। সেই শুরু। ফাস্ট পিচে ওয়াকার ইউনুসকে খেলতে ভয় পান না এমন ব্যাটসম্যান এখন প্রায় নেই বললেই চলে। শুধু পেস বোলিংয়েই নয়, সুইং বোলিংয়েও ওয়াকারের দক্ষতা ইতিমধ্যেই প্রমাণিত হয়েছে।

নিয়মাবলী

এবারের প্রশ্নের উত্তর ১৫ জানুয়ারির মধ্যে লিমকা বুক অব রেকর্ডসের ঠিকানায় পৌঁছতে হবে। সঙ্গের কুপনটি কেটে পূরণ করে উত্তরপত্রের সঙ্গে পাঠাতে হবে। কুপনের কোনও প্রতিলিপি গৃহীত হবে না। তিরিশজন নির্ভুল উত্তরদাতাকে লিমকা বুক অব রেকর্ডসের পক্ষ থেকে আকর্ষক পুরস্কার দেওয়া হবে। ডাকযোগে জানিয়ে দেওয়া হবে পুরস্কার প্রাপকদের। লিমকা বুক অব রেকর্ডস কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। এ-বিষয়ে যে-কোনও রকম যোগাযোগই অযোগ্যতা বলে বিবেচিত হবে। এই সংখ্যার প্রশ্নের উত্তর প্রকাশিত হবে 'আনন্দমেলা' পত্রিকার ৫ ফেব্রুয়ারি সংখ্যায়।

লিমকা বুক অব রেকর্ডস, ১৯৯২ বইটির দাম ১২৫ টাকা।

কুপন সমেত উত্তরের সঙ্গে যারা মানিঅর্ডার/ড্রাফ্ট করে দাম পাঠাবে তাদের ২০% ছাড় দেওয়া হবে। বইটি পাঠানো হবে ডাকযোগে।

প্রশ্নের উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়—

LIMCA BOOK OF RECORDS
DDA COMPLEX, RING ROAD
NARAINA
NEW DELHI-110 028

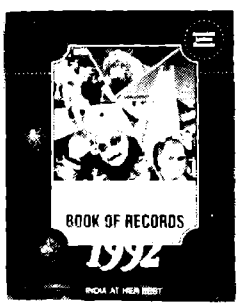

কুপন

নাম.....

বয়স.....

অভিভাবকের নাম.....

ঠিকানা.....

.....

স্বাক্ষর.....

তারিখ.....

প্রশ্নউত্তর

প্রশ্ন

(১) রুপোলি পরদার এই নায়ক লোকসভার নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন। যৌবনে তিনি হকিও খেলেছেন ভারতের একটি রাজ্য-দলের হয়ে। কে ইনি ?

(২) এই খেলোয়াড়ই বিশ্বের একমাত্র ক্রিকেটার যিনি দুটি দেশের হয়ে একদিনের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অংশ নিয়েছেন। এই ক্রিকেটারের নাম কী এবং কোন দুটি দেশের হয়ে তিনি খেলেছেন ?

(৩) পিতা-পুত্র দু'জনেই আমেরিকার প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচিত হয়েছিলেন। এঁদের নাম কী ?

(৪) কোন দেশে দাবা খেলার উৎপত্তি হয়েছিল ?

(৫) বিশ্বের কনিষ্ঠতম নোবেল পুরস্কারজয়ীর নাম কী ? কোন বিষয়ে তিনি পুরস্কার পেয়েছিলেন ?

(৬) 'অরণ্যদেব' কমিক্স-এ প্রাচীন কথকের নাম কী ?

(৭) মহামান্য পোপের দেহরক্ষীদের নাম কী ?

(৮) পৃথিবীর সবচেয়ে বড় খেলনার দোকান কোথায় ?

(৯) বিশ্ব-ফুটবলে 'ক্যাটানেসিয়ান' পদ্ধতির অর্থ কী ?

(১০) তাজমহলের মুখ্য স্থপতির নাম কী ?

(১১) 'মাই সান'স স্টোরি' বইটি কে লিখেছেন ?

(১২) ওয়েস্টমিনস্টার অ্যাবেতে দাঁড়ানো অবস্থায় কাকে সমাহিত করা হয়েছিল ?

(১৩) দাড়ি দেখে ভয় পাওয়ার মানসিক অসুস্থতাকে এককথায় কী বলে ?

(১৪) কলকাতা শহরে আবিষ্কৃত হয়েছিল কালাজ্বরের ওষুধ ইউরিয়া স্টিবামাইন। আবিষ্কর্তার নাম কী ?

(১৫) অস্ট্রেলিয়া ক্রিকেট-দলে কাকে 'থিন বল পেন্সিল' বলা হয় ?

(উত্তর ৫ ফেব্রুয়ারি সংখ্যায়)

এক বৎসর

২৬ সংখ্যার জন্য ২৩৪ টাকার বদলে
এখন দিতে হবে মাত্র ১৯৬ টাকা

দুই বৎসর

৫২ সংখ্যার জন্য ৪৬৮ টাকার বদলে
এখন দিতে হবে মাত্র ৩৯২ টাকা

বিদেশের গ্রাহক

বার্ষিক ২৬ সংখ্যার জন্য
৩৬ ডলার অথবা ২২ পাউন্ড

আপনি যদি গ্রাহক হতে চান তাহলে অনুগ্রহ করে আপনার নাম ও সম্পূর্ণ ঠিকানা অবিলম্বে আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেডের অনুকূলে চেক অথবা ড্রাফট সহ নীচের ঠিকানায় পাঠান :

সারকুলেশন ম্যানেজার (ইউ)
আনন্দ বাজার পত্রিকা লিঃ
৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট কলিকাতা-৭০০ ০০১

কলিকাতা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে প্রযোজ্য নয়

CLARION C-ABAMD-1

টিনটিন

হার্জ

কালো সোনার দেশে

শেষাংশ

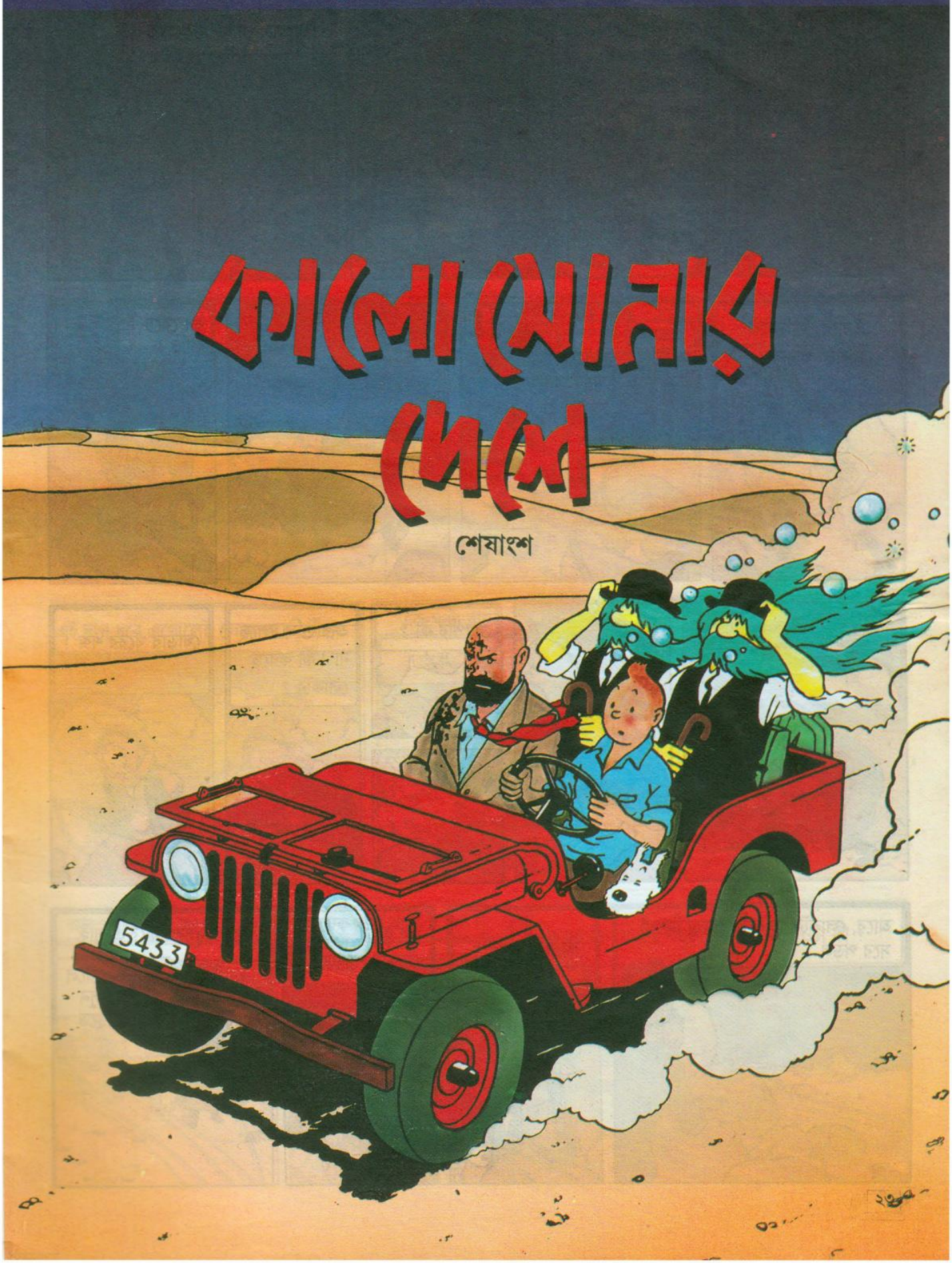

ঘোড়াগুলোকে দেখলেই আমার হদিস পেয়ে যাবে !
টিনটিনকে গুলি করলে ওরা শব্দ শুনে ফেলবে। পরে মারব।
যাক, লোকগুলো চলে গেছে !
এইবারে টিনটিনকে যমালয়ে পাঠাব !
আরে !
!
দুম !
খুব বেঁচে গেছি !
দুম !
দুম !
দুম !
দুম !
দুম !
ব্যাপার কী ?
দুম !
আর গুলি চলছে না ! কী করছে লোকটা ?
ঘোড়ার খুরের শব্দ !
আরে, লোকটা যে দুটো ঘোড়া নিয়েই সরে পড়ল।
কী করি এখন ?
চল কুট্টুস... ঘোড়ার পায়ের...
ছাপ অনুসরণ করে এগোই...
ব্যাটাকে পেলে ওর প্যান্টলুন কামড়ে ছিঁড়ে দেব !

গুণ্ডার সর্দার মুলার এখানে কী করছে ? পাইপলাইন উড়িয়ে দিয়ে ওর লাভ কী ? আমাকে খতমই বা করল না কেন ?

আরে এ কী !

?

এ যে গাড়ির চাকার দাগ !

কে জানে এখান দিয়ে বাস যায় কি না!

না, জিপের চাকা। পাথর ছিটকে এদিকে এসেছে। সুতরাং গাড়ি গেছে ওইদিকে।

মুলারের কথা পরে ভাবা যাবে।

ইতিমধ্যে...

ব্যাপারটা ভাল্লাগছে না জনসন। আসলে আমরা যাচ্ছি কোথায় ?

দ্যাখো ! গাড়ির চাকার দাগ !

মরীচিকা নয় !

এই দাগ ধরে এগোলেই লোকালয়ে পৌঁছব !

এক ঘণ্টা বাদে...

আরও চাকার দাগ ! হুররে !

ঠিক পথে এগোচ্ছি !

বিলকুল ঠিক পথ !

আরও এক ঘণ্টা বাদে...

আরও চাকার দাগ !

কয়েক ঘণ্টা বাদে...

উরিব্বাস ! এ যে অনেক দাগ !

কাছে নিশ্চয় মস্ত শহর ! কিন্তু... কিন্তু ওটা কী !

এক টিন পেট্রোল!
মুফতে এক টিন পেট্রোল পাওয়া গেল।
আমাদের টিনটা ঠিক আছে কি না দেখি।
!
যাচ্চলে!
5433
আমাদের টিনটাও রাস্তায় পড়ে গেছে!
যাচ্চলে।
চলো, পেছনে যাওয়া যাক। খুঁজে দেখি।
তা তো যেতেই হবে।
কাছেপিঠেই পড়েছে নিশ্চয়।
এক ঘণ্টা বাদে...
কুট্টুস, এ যে অনেক চাকার দাগ!
কিন্তু দাগগুলো যে হুবহু এক রকমের!
তা হলে কি...
হুঁ, তা-ই। নিশ্চয়ই কেউ পথ হারিয়ে একই জায়গায় বারবার ঘুরপাক খাচ্ছে!
?
আরে, বালির ঝড় উঠল যে! সর্বনাশ!

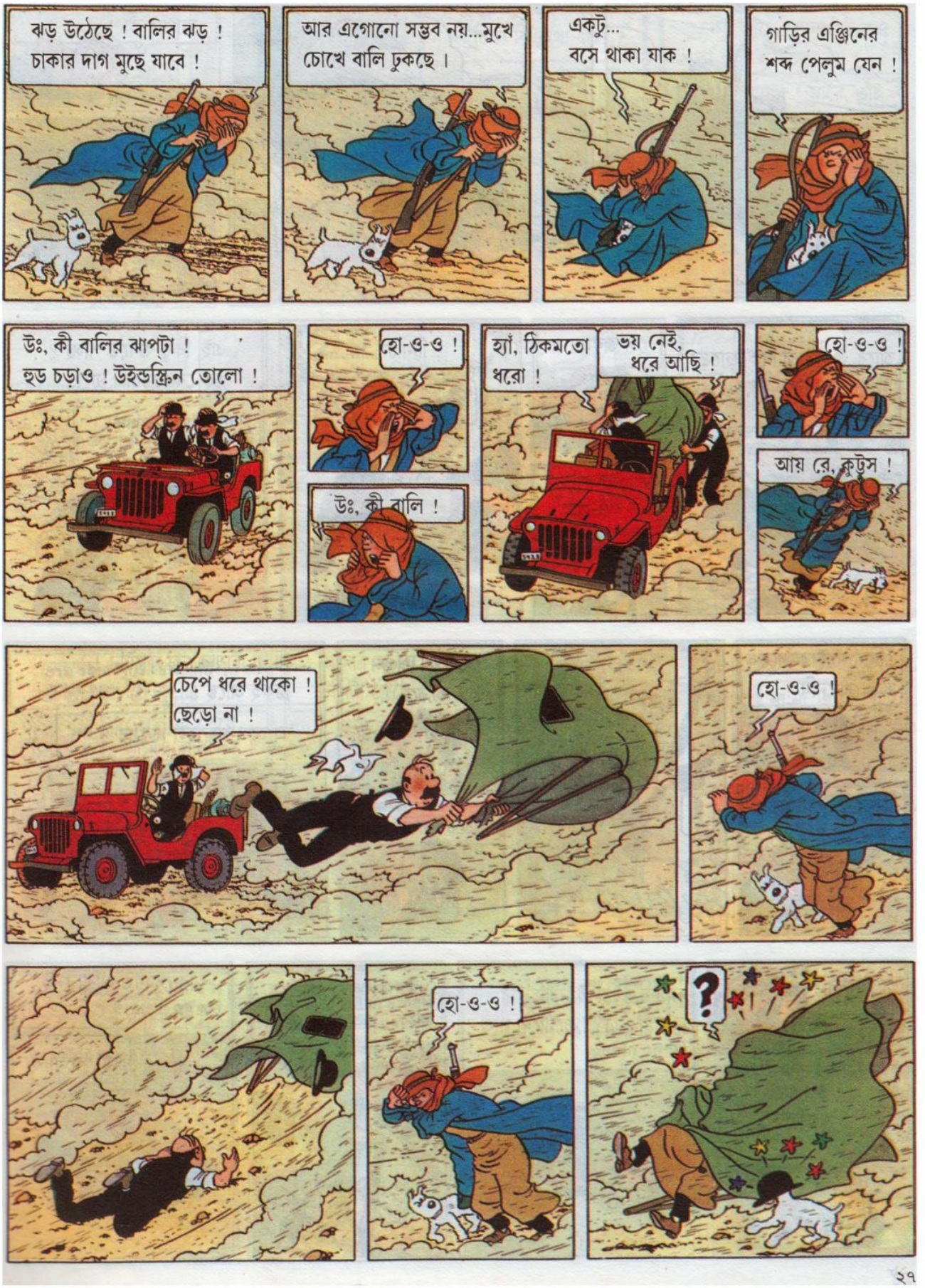
ঝড় উঠেছে ! বালির ঝড় !
চাকার দাগ মুছে যাবে !
আর এগোনো সম্ভব নয়...মুখে
চোখে বালি ঢুকছে ।
একটু...
বসে থাকা যাক !
গাড়ির এঞ্জিনের
শব্দ পেলুম যেন !
উঃ, কী বালির ঝাপ্টা !
হুড চড়াও ! উইন্ডস্ক্রিন তোলো !
হো-ও-ও !
উঃ, কী বালি !
হ্যাঁ, ঠিকমতো
ধরো !
ভয় নেই,
ধরে আছি !
হো-ও-ও !
আয় রে, কুট্টস !
চেপে ধরে থাকো !
ছেড়ো না !
হো-ও-ও !
হো-ও-ও !
?

ব্যাপার কী !
আরে, এ তো মানিকজোড়ের টুপি ! ওরা কি এখানে ?
হো জনসন !
জনস—ন ! আমি টিনটিন !
টিনটিন !
?
এই, কিছু শুনতে পাচ্ছ ? কে যেন চেঁচাল না ?
ধুত্, এটাও মরীচিকা । এখন চলো তো ।
এঞ্জিন স্টার্ট করেছে কিছু শোনেনি !
বন্দুক ছুঁড়লে নিশ্চয় শুনবে !
গুড়ুম !
শুনেছে ! এঞ্জিন বন্ধ করেছে !
হো জনসন !
না না, টায়ার তো ফাটেনি ! ঠিকই আছে !
তা হলে শব্দ হল কিসের ?
হো জনসন !
...সন !
?
?
দূর দূর, এ সবই মরীচিকার ব্যাপার ! চলো,এগোনো যাক !
এঞ্জিনের শব্দ...মিলিয়ে যাচ্ছে...ওরা চলে গেল !
আর কোনও আশা নেই, কুট্টুস !
অ্যাঁ, বলো কী !

আচ্ছা, একটা কথা...
বলো !
মরীচিকা কি কথা বলে ?
কথা ? মরীচিকা ? না না, মরীচিকা কথা বলবে কেন ?
একটু আগে শোনা ওই শব্দ তা হলে মরীচিকা নয় ।
নিশ্চয় নয় ! আরে, তাই তো, এক্ষুনি তো তা হলে ফিরে যাওয়া উচিত ।
?
আবার এঞ্জিনের শব্দ ! ওরা ফিরে আসছে !
গুড়ুম !
দ্যাখো !
টিনটিন !
মানিকজোড় !
পেয়েছি ! খুঁজে পেয়েছি ! কী আনন্দ ! কী আনন্দ !
তোমাকে পেয়ে আমিও আনন্দিত !
আমার আনন্দ হচ্ছে টুপিটা পেয়ে !
ঝড় থেমেছে...
টিনটিন ক্লান্ত... ঘুমিয়ে পড়েছে !
ঘররর ঘররর
আমারও ঘুম পাচ্ছে !
না না, এখন নয় !
ঘররর
ঘররর
ঘররর
ঘররর
ঘররর

কী ব্যাপার ? কিছু বুঝতে পারছ ?
ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। কিন্তু টিনটিনের কী হল ?
পরদিন সকালে...
মহম্মদ বেন কলিশ এজাব, চুক্তিতে সই করবেন ?
না।
এর জন্য আপনাকে না অনুতাপ করতে হয়, জাহাঁপনা !
তার মানে ? তুমি আমাকে ভয় দেখাচ্ছ ?
একজন বিদেশি দেখা করতে এসেছেন !
নিয়ে এসো !
?
!!!
মজা টের পাইয়ে দেব !
?
আসুন আমার সঙ্গে !
ভাগ্যিস আমাকে দেখতে পায়নি !

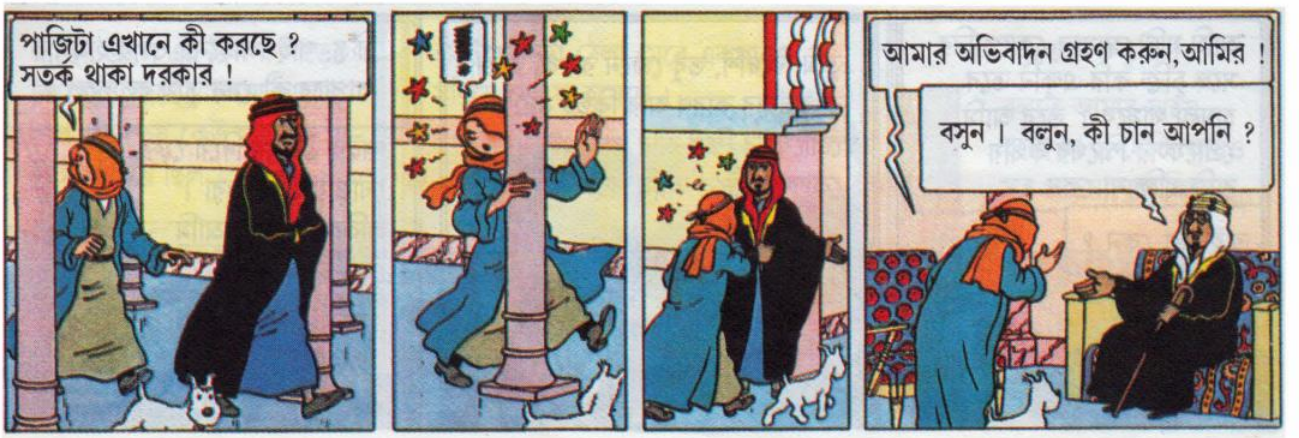

দুই কোম্পানির লড়াই শেষপর্যন্ত কোথায় গিয়ে পৌঁছবে ? মানিকজোড়ের অদৃষ্টেই বা কী আছে ?

আমি যদি স্কোয়াল কোম্পানির সঙ্গে চুক্তি করি এক্ষুনি তবে হামলা থামবে। তবে আমি প্রোফেসর স্মিথের কথায় রাজি হচ্ছি না কেন ?
তাই তো, কেন ?
তুমি বিদেশি, তবু জেনে রাখো, রাজি না-হওয়ার কারণ আর কিছুই নয়, প্রোফেসর স্মিথ আর তার এই কোম্পানিটিকে আমি পছন্দ করি না।
তাই ?
কিন্তু, পাইপলাইনের ওপর হামলার ব্যাপারে কী যেন তুমি বলছিলে ?
পাইপ উড়িয়ে দিয়ে ফের ঘোড়ায় উঠল ওরা। লুকিয়ে-লুকিয়ে আমি দেখছিলুম, হঠাৎ...
জাহাঁপনা ! জাহাঁপনা !
কে আবার বিরক্ত করতে এল ?
জাহাঁপনা ! আপনার ছেলে...
আবার সে কী দুষ্টুমি করল ?
জাহাঁপনা, দুষ্টুমি নয়, তিনি নিখোঁজ !
হাহাহা ! আবদুল্লা নিখোঁজ ? অসম্ভব ! দ্যাখোগে, দুষ্টুমি করে কোথাও লুকিয়ে আছে ! বিশ্বাস হচ্ছে না ? বেশ, এসো আমার সঙ্গে।
বাগানে তিনি খেলছিলেন, হঠাৎ...
আরে, অত উত্তেজিত হচ্ছ কেন ?
ছ' বছরের ছেলে। গত জন্মদিনে এই মোটরটা উপহার দিয়েছি।
আবদুল্লা ! ওরে আবদুল্লা ! কোথায় লুকিয়েছ মানিক ?
?
জাদু আমার বেরিয়ে এসো।
ওরে আমার দুষ্টু-সোনা !
মিষ্টি-সোনা !
ওরে পাজি, না-বেরোলে কিন্তু রেগে যাব।
আপনার ছেলের পরনে কি নীল পোশাক ছিল ?
না তো ! কী ব্যাপার ?

গাছের ডালে এই নীল কাপড়ের টুকরো। গাছের তলায় পায়ের ছাপ। নিশ্চয় কেউ গাছে উঠে লুকিয়ে ছিল।

তা হতে পারে।

মোটরগাড়িটা ঠেলা মেরে একপাশে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে।

কী বলতে চাও তুমি ?

বলতে আমার সাহস হচ্ছে না। দেখি, আরও সূত্র পাওয়া যায় কিনা।

হুম ! আরও অনেক পায়ের দাগ।

দেওয়ালে পায়ের ছাপ ! এখানেই দেওয়াল ডিঙিয়েছিল !

কারা ডিঙিয়েছিল ?

যারা আপনার ছেলেকে চুরি করেছে !

কী বলছ ? আমার ছেলেকে চুরি করেছে ? অসম্ভব ! বিদেশি, সাবধান হয়ে কথা বলো !

এই, বেন কলিশ কোথায় গেল ?

একজন আগন্তুকের সঙ্গে কথা বলছে।

একজন অশ্বারোহী এই চিঠিটা আমাকে দিয়েই ঘোড়া ছুটিয়ে মরুভূমির দিকে চলে গেল।

এ কী !

চিঠিখানা পড়ে দ্যাখো !

?

আপনিই পড়ে শোনান।

তা হলে শোনো !

"ছেলেকে ফিরে পেতে হলে আরাবেক্স কোম্পানিকে খেমেদ থেকে তাড়ান !—বাবেল আর।"

এইরকমই ভাবছিলাম !

বাবেল আর ! ওরে পাজি । ওরে বদমাশের ব্যাটা ! ওরে জোচ্চোরের নাতি ! ধরতে পারলে আমি তোর ছাল ছাড়িয়ে নেব ।
এসো, আমার সামরিক উপদেষ্টার কাছে যাই ।
!
ওহো, তার গাড়ি !
ওহোহো, আমার বুক ফেটে যাচ্ছে ! ওরে আমার দুষ্টু-সোনা, ওরে আমার মিষ্টি-মানিক !
শান্ত হোন ।
ওহোহো ! কোথায় গেলি তুই আবদুল ।
ফিরে আয় জাদু ! হ্যাঁ...হ্যাঁ...হ্যাঁ...
?
হ্যাঁচ্চো ! হ্যাঁচ্চো ! হ্যাঁচ্চো !
দুষ্টুটা আমার রুমালের মধ্যে নস্যি রেখে দিয়েছিল ! ওরে আমার মিষ্টি দুষ্টু রে !
ছেলেকে উদ্ধার করবার পরামর্শ চলছে...
ইউসুফ আমার সামরিক উপদেষ্টা ।
সিগারেট খাবে, টিনটিন ?
ধন্যবাদ । আমি ধূমপান করি না ।
ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যেই তিনশো অশ্বারোহী বাবেলের খোঁজে রওনা হবে । বাবেলকে ধরতে পারলে...
ফট্
আসল চুরুট সরিয়ে পট্‌কা-চুরুট রেখে দিয়েছিল আমার ছেলে ! কী মিষ্টি ছেলে !
সিগারেট খাওয়া যাক !
!!!
ফট্
পাজিটা সোব্রেনির জায়গাতেও পট্‌কা-সিগারেট রেখে দিয়েছিল দেখছি !

ঘণ্টা দুয়েক বাদে...
আশা করছি বাবেলের হাত থেকে আমার জাদু-সোনা আবদুল্লাকে ওরা উদ্ধার করে আনতে পারবে।
কিন্তু আমার ধারণা, বাবেল তাকে সরায়নি। এটা আর-কারও কাজ।
?
তা হলে বাবেল আমাকে অমন চিঠি লিখল কেন ?
কিন্তু হাতের লেখা যে বাবেলেরই, সে-বিষয়ে কি আপনি ?...
না, তা নই। কিন্তু আগে এ-কথা বলোনি কেন ? তা হলে তো অশ্বারোহীদের আমি পাঠাতুম না।
বলিনি, কারণ...
আসল অপরাধী জানুক যে, বাবেলকেই আমরা সন্দেহ করছি।
আসল অপরাধী কে, তুমি জানো ?
সম্ভবত জানি। তবে আবদুল্লাকে সে কোথায় লুকিয়েছে, তা জানি না ! আবদুল্লার কোনও ছবি আছে ?
ওই তো তার ছবি।
বড় শিল্পীর আঁকা। আবদুল্লার দুষ্টুমিতে...সে পাগল হয়ে যায়।
ওরে বাবা, এটাও পট্‌কা-সিগারেট নয় তো ?
না না, আবদুল্লা নিশ্চয় অত দুষ্টু নয়।
এটা আবার কোথায় পেল ?

আবার বোকা বানাল ! ইস, এই জিনিসটা ও পেল কোথায় ?
তল্লাশ চালাতে হলে আমার কিছু ছদ্মবেশ চাই। আর চাই ডক্টর মুল... অর্থাৎ প্রোফেসর স্মিথ সম্পর্কে কিছু খবর।
প্রোফেসর স্মিথ কি এ-ব্যাপারে সাহায্য করতে পারবেন ?
হয়তো।
প্রোফেসর স্মিথ একজন পুরাতাত্ত্বিক। তা ছাড়া তিনি স্কোয়াল কোম্পানির প্রতিনিধি !
তিনি কি এখানেই থাকেন ?
এখান থেকে কুড়ি মাইল দূরে ওয়াদেসদায় থাকেন।
আর-একটা কথা...
!
!
দুম !
আবদুল্লার কাজ। সর্বত্র পট্‌কা ছড়িয়ে রাখত।
হুম !
একটা অনুরোধ ! আমার যে দুই বন্ধুকে গ্রেফতার করা হয়েছে, তাদের যেন খুব যত্নে রাখা হয়। তবে কিনা দয়া করে এখনই তাদের ছাড়বেন না।
পরদিন সকালে...ওয়াদেসদায়...
তা হলে ওটাই হচ্ছে প্রোফেসর স্মিথের আস্তানা...
!
হ্যাঁচ্চো !
সত্যি সর্দি ? না কি হাঁচবার গুঁড়ো ? পিছু নেওয়া যাক।
হ্যাঁচ্চো !
?
এ কী !
এ কী !

আরে, এ যে সেনর অলিভিরা !
বেশ, তা হলে এটাই নিন !
কায়দা করে দিব্যি একটা বাজে জিনিস গছিয়ে দিল !
আবার আসবেন !
নিশ্চ... হ্যাঁচ্চো !
খুব সর্দি লেগেছে !
প্রোফেসর স্মিথের ভৃত্যদের মধ্যে অনেকেরই হঠাৎ সর্দি লেগেছে !
যাকগে, আপনি কী কিনবেন বলুন !
কিচ্ছু না । শুধু আপনাকে দেখে দোকানে ঢুকলুম সেনর অলিভিরা !
আরে, টিনটিন ! এই পোশাকে চিনতেই পারিনি !
এসো, তরমুজের রস খাওয়া যাক !
তা হঠাৎ এ-দেশে কেন ?
পুরাতত্ত্বের একটা ব্যাপারে এসেছি ।
প্রোফেসর স্মিথও পুরাতাত্ত্বিক ।
?
আচ্ছা, ওই স্মিথ মানুষটি কেমন ?
অতি কঠিন এবং নিষ্ঠুর মানুষ !
ঝড়াং—
ঝন-ঝনাত-ঝন
!
!
কাবার্ডের মধ্যে ইঁদুর-কলে বোধ হয় ধেড়ে ইঁদুর ধরা পড়েছে !
?

লাগেনি তো ?
ইঁদুর-কলে কুকুর ! যাচ্চলে...
খদ্দের এসেছে !
যান, আমি ইতিমধ্যে ঘর সাফ করি ।
যেমন দুষ্টু, তেমনই শাস্তি !
রেডিয়ো ! দেখি কোনও খবর মেলে কি না ।
ক্লিক
আলো জ্বলল না ! কী ব্যাপার !
ও, প্লাগ লাগানো হয়নি !
এবারে চলবে ।
ভৌ-ভৌ-উঁয়াও !
?
ভুল প্লাগ ! এটা দেখি !
এবার
আমি এক ছোট্ট মেয়ে... আমি এক...
!
দুষ্টু মেয়ে...আমি এক মিষ্টি মেয়ে...
চুঁইই...ক্র্যাক...চোঁওও... ক্র্যাক...চ্যাচ্যাচ্যা...চুঁই-ই...
এখন খবর শুনুন...
ইউরোপে মোটরগাড়িতে বিস্ফোরণের ঘটনা এখন আর ঘটছে না । কেন যে বিস্ফোরণ ঘটছিল, তা অবশ্য জানা যায়নি...
পেট্রোল-গবেষণা বিভাগের মিঃ পিটার ব্যারেট বলেন যে, এ-ব্যাপারে এখনও তদন্ত চলছে...

খবর শুনছ ?
হ্যাঁ, যুদ্ধের আশঙ্কা এখন কমেছে।
কী যেন বলছিলাম তখন ?
বলছিলেন যে, স্মিথ-লোকটি খুব নিষ্ঠুর !
নিষ্ঠুর, কিন্তু ধনী। আমার দোকান থেকে তিনি প্রচুর জিনিস কেনেন। আমির অবশ্য কিছু কেনেন না। কিন্তু তিনি চমৎকার লোক। তাঁর ছেলেটি অবশ্য বিচ্ছু। শুনলাম, তাকে যেন কারা চুরি করেছে।
খবরটা
শুনেছি।
সেনর অলিভিরা, আপনি কি আমিরকে আপনার খদ্দের হিসেবে পেতে চান ?
নিশ্চয়, নিশ্চয়। কিন্তু তার জন্য আমাকে কী করতে হবে ?
আমিরের ছেলেকে উদ্ধার করবার জন্য স্মিথের বাড়িতে আমাকে ঢোকাতে হবে।
আরে, এ তো অতি সহজ কথা।
পরদিন সকালে...
সালাম আলেকুম, মুরাদ !
সা-আ-আ-হ্যাঁচ্চো !
ছেলেটা কে ?
আমার ভাগ্নে আলভারো...
পর্তুগাল থেকে এসেছে। তোমাদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিতে নিয়ে এলুম।
হ্যাঁচ্চো !
বাপ-মা-মরা ছেলে। এখানে আমার দোকানে থেকে কাজকর্ম শিখবে।
আমরা বড়রা কথা বলছি। যাও, তুমি একটু বাগানে গিয়ে খেলা করো।
যাচ্ছি মামা।
কিন্তু হ্যাঁ, দুষ্টুমি কোরো না। গোলমাল কোরো না। প্রোফেসর স্মিথ পড়াশোনা করছেন। তাঁকে বিরক্ত কোরো না।
ঠিক আছে।
যা করবার, চটপট করতে হবে।

ওইটে নিশ্চয় প্রোফেসর স্মিথের পড়ার ঘর...
দেখা যাক, লোকটা আছে কি না...
ঢিল ছুঁড়লেই বোঝা যাবে।
মনে হচ্ছে কেউ নেই।
আবার দেখি।
নাঃ, নেই ! যাক !
ঠিক আটকেছে ! কপাল ভাল !
ওঠা গেছে !
সাবধানে ঢুকতে হবে।
ওদিকে...
তারপর ওই আলভারোর বাবা তো একদিন ঘোর বিপদে পড়ল। ব্যাপারটা কী হয়েছিল জানো ?...
ঘর ফাঁকা...
দরজাটা বন্ধ করে রাখা ভাল...
?

দরজা বন্ধই ছিল, অথচ ঘরে লোক নেই, তাজ্জব ব্যাপার !
ডেস্কের কাগজপত্রগুলো পরীক্ষা করে দেখা যাক ।
কী আছে এর মধ্যে ?
খবরের কাগজের কাটিং !
বিজ্ঞানীরা বিভ্রান্ত
আবার বিস্ফোরণ
তেলের অভাবে প্লেন অচল
পেট্রোল-রহস্য
কথা হচ্ছে, ডঃ মুলার এ-ব্যাপারে এত আগ্রহী কেন ?
হ্যাঁচ্চো !
?!
ফায়ারপ্লেসের ঢাকনা খুলে যাচ্ছে ! লুকোই !
হ্যাঁ...হ্যাঁ...
হ্যাঁচ্চো
ও, সুইচ টিপে গোপন-পথটা বন্ধ করে দিচ্ছে ।
হ্যাঁ...হ্যাঁ...হ্যাঁচ্চো ! উঃ কী পাজি ছেলে রে বাবা !
অনেক কষ্টে নস্যির কৌটোটা হাতিয়ে নিয়েছি ।
এগুলো পুড়িয়ে ফেলতে হবে...
কী লিখছে কে জানে...
তাড়াতাড়ি বেরোতে পারলে বাঁচি !

ভননননন
ভননননন
?
ভনন
বোল্‌তা !
বেরো !
বেরো !
জ্বালাল দেখছি !
এইবার !
ভনন
হাঁচির গুঁড়ো
সর্বনাশ ! জানলা খুলে দাও !
হ্যাঁচ্চো !
হ্যাঁচ্চো !
?
ঘরের মধ্যে কে হাঁচল?
হ্যাঁ... হ্যাঁ...
হ্যাঁচ্চো !
!
বেরিয়ে এসো...হ্যাঁ...নইলে...হ্যাঁ
বেরোচ্ছি...হ্যাঁ...
হ্যাঁ...
কে তুমি ?...হ্যাঁ...হ্যাঁ...কী করছ ?
আমি...হ্যাঁ...আলভারো...
হ্যাঁ...হ্যাঁ...হ্যা...
হ্যাঁচ্চো !
হ্যাঁচ্চো !

টিনটিন ?
হ্যাঁ...হ্যাঁ...
এবারে তোমাকে...হ্যাঁ...হ্যাঁ...
হ্যাঁচ্চো !
?
হ্যাঁ...হ্যাঁ...
আর-একটা কষাই !
হ্যাঁ...হ্যাঁ...হ্যাঁ...
?
হ্যাঁচ্চো !
আজ তোর ঘাড় মটকাব !
!
যাক্, বাছাধন ঠাণ্ডা !
হ্যাঁ...হ্যাঁ...
হ্যাঁচ্চো !

জোর বেঁচেছি। এখন হাত-পা বেঁধে, মুখে কাপড় গুঁজে এটাকে কোথাও লুকিয়ে রেখে আমিরকে ফোন করি।

ওদিকে, ভৃত্য-মহলে...

তারপরে তো মনের দুঃখে সাতানব্বই বছর বয়সে সেই মেয়েটা মারা গেল। তারপরে আর তার স্বামীও বেশিদিন বাঁচেনি। তাদের ছেলে তখন কী আর করে...

ডঃ মুলার, এইভাবেই এখন থাকো!

আমি আমিরের সঙ্গে কথা বলতে চাই।

কে, টিনটিন? আমার ছেলে স্মিথের বাড়িতে বন্দি? হাঁচছ কেন?

এক্ষুনি সৈন্য পাঠিয়ে বাড়িটা ঘেরাও করুন। আমি রাজপুত্রকে উদ্ধার করবার চেষ্টা করছি।

সশস্ত্র থাকা ভাল।

এবারে দেখা যাক, নীচে কী আছে!

?

সুড়ঙ্গ! মাটির নীচে দুর্গ!

এটা কী?

বাঙ্কার!...

এখান থেকে গুলি চালানো যায়!

বাপ্ রে! এ যে ম্যাজিনো লাইন!

হ্যাঁ...হ্যাঁ...হ্যাঁ...

হ্যাঁচ্চো!

কে? কর্তা?

?

কর্তা নাকি?

হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ

কেউ নেই ! আশ্চর্য !
অথচ কে যেন হাঁচল !
হাত তোলো ! নয়তো গুলি করব !
!
নড়বে না ! খবর্দার !
এবারে চলো, আমিরের ছেলের কাছে আমাকে পৌঁছে দাও ।
এই ঘরে রয়েছে...
তালা খুলে ঘরে ঢোকো !
ব্যস, এবারে একটু সরে গিয়ে হাত তুলে দাঁড়িয়ে থাকো !
আবদুল্লা, চটপট আমার সঙ্গে এসো, বাবার কাছে পৌঁছে দেব...
না না, বাবার কাছে যাব না । এ খুব মজার জায়গা। তুমি চলে যাও!
কিন্তু...
দড়াম
আবদুল্লা ! দরজা খোলো ! এখন দুষ্টুমির সময় নয় !
?
এইবার !

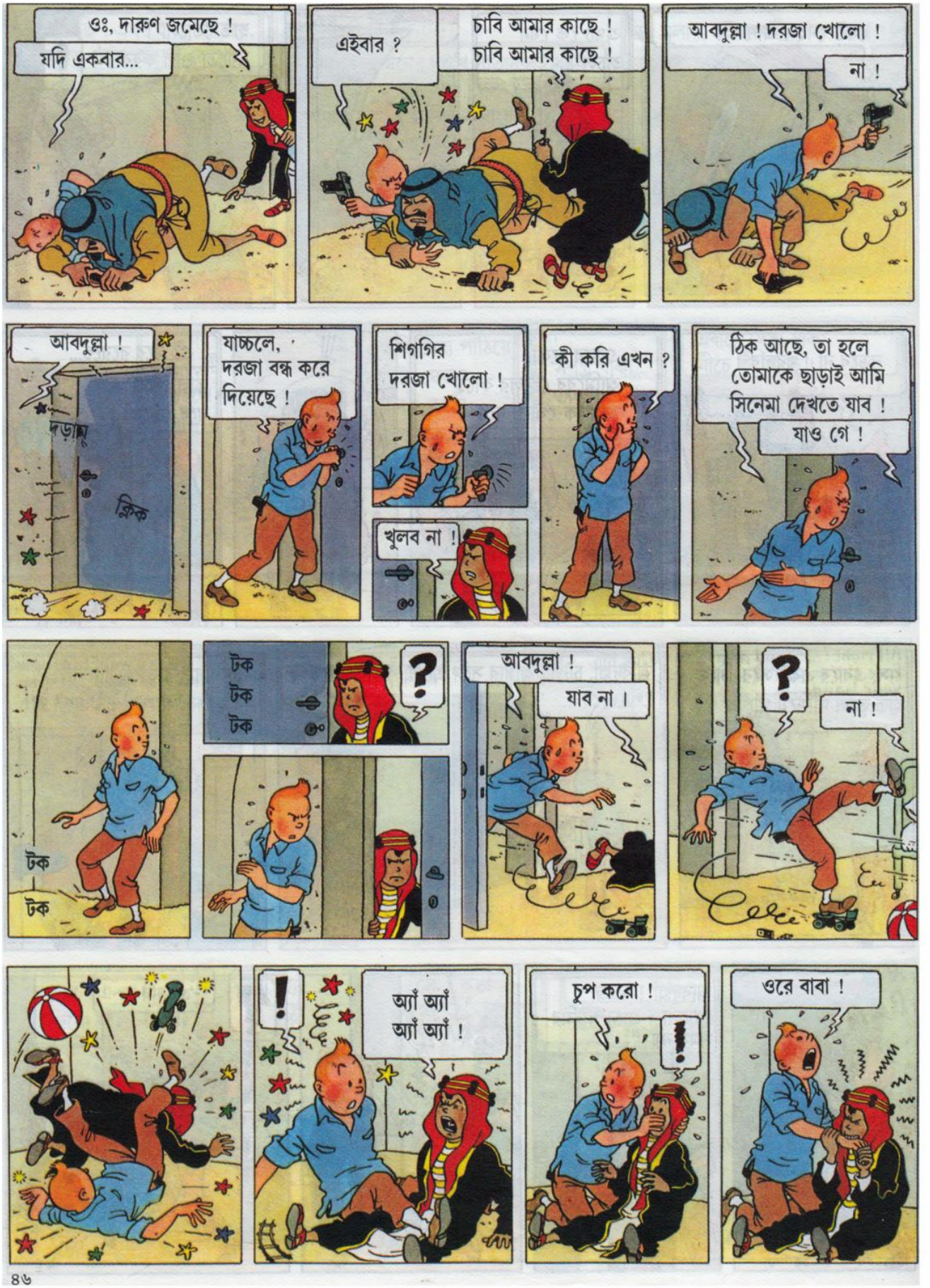
ওঃ, দারুণ জমেছে !
যদি একবার...
এইবার ?
চাবি আমার কাছে !
চাবি আমার কাছে !
আবদুল্লা ! দরজা খোলো !
না !
আবদুল্লা !
দড়াম
ক্লিক
যাচ্চলে, দরজা বন্ধ করে দিয়েছে !
শিগগির দরজা খোলো !
খুলব না !
কী করি এখন ?
ঠিক আছে, তা হলে তোমাকে ছাড়াই আমি সিনেমা দেখতে যাব !
যাও গে !
টক
টক
টক
টক
?
আবদুল্লা !
যাব না ।
?
না !
!
অ্যাঁ অ্যাঁ
অ্যাঁ অ্যাঁ !
চুপ করো !
!!!!
ওরে বাবা !

চুপ করো ! শিগগির চুপ করো !
না !
অ্যাঁ ! অ্যাঁ ! অ্যাঁ !
লোকটাকে বেঁধে রাখা দরকার...কিন্তু...
অ্যাঁ ! অ্যাঁ !
কি...
ক্লিক
অ্যাঁ ! অ্যাঁ !
চটাস
তুমি আমায় মেরেছ ! বাবাকে দিয়ে তোমাকে মার খাওয়াব ।
খাইয়ো...
যাচ্চলে ! জ্ঞান হয়ে লোকটা পালিয়েছে !
?
বাবা তোমাকে ধরে চাবকাবেন !
বটে !
মুরাদ,তুমি দাউদ আর আবদুলকে খবর দাও । দাউদকে নিয়ে ওদিক থেকে খোঁজো । আবদুলকে আমার কাছে পাঠাও । ঠিক ধরব ওদের ।
ঠিক আছে ।
...তখন কী হল জানো ? তড়াক করে লাফিয়ে উঠে সেই জমিদার তো দরজা খুলে দিল । তারপরেই সে হতভম্ব !
দাউদ ! আবদুল ! এক্ষুনি এসো ।
গল্পে-গল্পে অনেক বেলা হয়ে গেছে । এখন তা হলে যাই । আমার ভাগ্নের সঙ্গে দেখা হলে তাকে পাঠিয়ে দিয়ো, কেমন ?
এবারে ওদের ধরব ।
বাবা তোমার মুণ্ডু কেটে ফেলবেন !
বাছাধনরা পালাবে কোথায় !

টিন্টিনের অদৃষ্টে কী আছে কে জানে !
আরে, কুট্টুসকে তো বাড়িতে রেখে এসেছিলুম !
পথ চিনে-চিনে এখানে এল কী করে !
কুট্টুস ! এই যে কুট্টুস ।
ইতিমধ্যে...
আরে, রেল-লাইন ! আমি রেল-রেল খেলব ।
এখন খেলার সময় নয় ।
না, না, আমি রেলগাড়ি হব ।
ঝিকঝিকঝিকঝিক...
আবদুল্লা !
আবদুল্লা ! কথা শোনো ।
অ্যাঁ অ্যাঁ !
অ্যাঁ অ্যাঁ !
?
ঝিকঝিকঝিকঝিক... কুউউ...
ফিরে এসো আবদুল্লা !
কুউউ !
!!!
ধরেছি !
অ্যাঁ অ্যাঁ।
র‍্যাট ট্যাট
ট্যাট ট্যাট ট্যাট
ট্যাট ট্যাট

র‍্যাট ট্যাট ট্যাট
ট্যাট ট্যাট
ট্যাট ট্যাট
অ্যাঁ
?
র‍্যাট ট্যাঁ
ট্যাট
ধর ওকে !
দরজা বন্ধ করতে
না পারে !
!!!
র‍্যাট ট্যাট
ট্যাট
ট্যাট
ধরা দাও !
দিচ্ছি, দাঁড়াও !
!
ভাগো !...
একটুর জন্য বেঁচেছি !
?
ফটাস্
সর্বনাশ ! মশলায়
আগুন ধরেছে !
ফটাস্
ফট্...
দুম্...
দুম্...
ফটাস্..
ফটাস্..
ফটাস...
দুম্..
দুম্...

থামলে বাঁচি।
দুম
!
আর নেই?
এখানেই আছে! এসো!
?
র‍্যাট-ট্যাট-ট্যাট-র‍্যাট-ট্যাট
দুম
র‍্যাট-ট্যাট
টিনটিন! দরজা খোলো! আমি!
কুট্টুস! সেইসঙ্গে কার গলা শুনছি...
ভৌ ভৌ
পেয়েছি! হুররে...
ক্যাপ্টেন! কুট্টুস!
দুম
এ কেমন অভ্যর্থনা? ছিঃ!
এই রে...! আবার শুরু হল! পালাও
দুম
ফটাস
পাজিগুলো ধরা পড়েছে! কিন্তু ক্যাপ্টেন, তুমি এখানে কী করে এলে?
কীভাবে এলুম? তা হলে শোনো...
কিন্তু আমিরের ছেলের খোঁজ মিলেছে তো?
কই, তাকে তো দেখিনি!
সর্বনাশ! এসো শিগগির!
আমির কি এসেছেন?
হ্যাঁ। তিনি অপেক্ষা করছেন!
ওই তো।
টিনটিন, সর্বনাশ হয়েছে! বদমাশটা আমার ছেলেকে একটা গাড়িতে তুলে নিয়ে পালিয়েছে।
কেউ তাদের পিছু নেয়নি?
আমার ঘোড়সওয়াররা পিছু নিয়েছে। তোমার দুই বন্ধুও একটা জিপ নিয়ে ধাওয়া করছে!
তা হলে তো...
আরে...
?
?

ওটা কার গাড়ি ?
আমার । কেন ?
এসো ক্যাপ্টেন !
!
আরে, আমার গাড়ি নিয়ে পালাল ! থামাও !
গাড়িটা নষ্ট করে না-ফেলে ।
ঠিক পথে যাচ্ছি তো ?
হ্যাঁ, হ্যাঁ, এ ছাড়া আর পথ কোথায় ? কিন্তু ক্যাপ্টেন কীভাবে আমার খোঁজ পেলে তা শোনা হয়নি ।
সহজেই পেলাম, আবার ঠিক সহজেও নয় । শোনো তা হলে...
আমিরের ঘোড়সওয়ার ! ঠিক পথেই এগোচ্ছি তা হলে ।
হ্যাঁ, ক্যাপ্টেন কী যেন বলছিলে ?
মানে বলছিলাম যে, কীভাবে তোমার খোঁজ পেলুম । প্রথমে তো ...
ধুলো উড়ছে । স্মিথের গাড়ি নয়তো ?
না, মানিকজোড়ের জিপ । কাটিয়ে যাব ।
!
?
আরে, গাড়ি থামালে কেন ?
কী করছ ?
!
চলন্ত গাড়ি থেকে লাফিয়ে পড়লে কেন ?

যাব্বাবা ! পাশের গাড়িটা এমন হুশ করে বেরিয়ে গেল যে, মনে হল আমাদের গাড়িটা দাঁড়িয়ে আছে ।

ওদিকে...

তেষ্টা পেয়েছে !

আমারও পেয়েছে !

আইসক্রিম খাব !

এখন নয়...

না, এক্ষুনি আইসক্রিম দাও ! আইসক্রিম খেয়ে বাড়ি যাব !

এই নে আইসক্রিম !

অ্যাঁ ! অ্যাঁ ! অ্যাঁ !

কান্না থামিয়ে সামনে এসে বোসো আবদুল্লা !

না ! তুমি পাজি লোক ! বাবাকে বলে তোমাকে মার খাওয়াব !

বটে ?

?

হিহি ! চুলকুনির পাউডার !

হ্যাঁ, কীভাবে তোমার দেখা পেলুম বলছি শোনো । মানে ব্যাপারটা...

আবার ধুলো ! নিশ্চয় ওটা মুলারের গাড়ি !

?

!

কী ব্যাপার ! গাড়িটা উলটে পড়ল নাকি ?

এঁকেবেঁকে এসে উলটে পড়ে আগুন ধরে গেছে। কে জানে আবদুল্লা বেঁচে আছে কি না !
দারুণ ! দারুণ !
চলো, আবার আগুন লাগাই !
গাড়ির শব্দ ! কে এল ?
এই যে মুলার ! তোমাকে ধরেছি।
কাছে এলেই লোকটাকে ঘ্যাঁক করে কামড়ে দেব।
!
এগোলেই এই বাচ্চাকে গুলি করব !
বাপ রে ! এ যে ফিল্মের মতো ব্যাপার !
এই পিস্তলটাও নাও ! চালাও গুলি !
তোমরা হাত তোলো।
যাতে করে আমাদের খুলি উড়িয়ে দিতে পারো, কেমন ? সেটি হচ্ছে না !
কিন্তু তোমরা এক পা এগোলেই এই বাচ্চাকে আমি গুলি করব।
ওরা পিছোলেই ওদের গাড়িতে উঠে আমরা পালাব !
বাবার গাড়ি ! এটাতেও আগুন লাগাব !
ভেতরে ঢোকো আবদুল্লা ! ঢোকো বলছি !
অ্যাঁ ! অ্যাঁ !
আমাদের দিকে তোমরা গুলি চালালেই আবদুল্লাকে আমি খতম করব !
অ্যাঁ ! অ্যাঁ।
ডাকাত ! বেবুন ! ছেলেধরা ! বোম্বেটে ! বুগনভিলিয়া !
অ্যাঁ ! অ্যাঁ !

তুমি পাজি লোক ! আমি বাবার কাছে যাব !
হ্যাঁ, পরে যাবি !
দড়াম !
আবদুল্লা লাফিয়ে পড়েছে ! যাক বাবা, তা হলে এখন...
গাড়ির টায়ার ফাটাতে পারি !
ক্র্যাক
ক্র্যাক
দুম
মুলার, ধরা দাও !
জ্যান্ত ধরা দেব না ।
ভৌ ভৌ
ক্র্যাক
ক্র্যাক
ক্র্যাক
ঘুরে গিয়ে পেছন থেকে আক্রমণ চালাব !
তুমি আবদুল্লা ও কুটুসকে সামলাও ! আমি ওকে পেছন থেকে ধরব ! বিপদ বুঝলে গুলি চালাবে !
বেশ...
আমি কুটুসের সঙ্গে খেলা করব !
বানর, বিচ্ছু, হনুমান, উল্লুক !
অ্যাঁ অ্যাঁ ! আমি কুতুয়ার সঙ্গে খেলব !
হিপোপটেমাস !
গণ্ডার, হাঁসমুখো প্ল্যাটিপাস !
অ্যাঁ অ্যাঁ !
কান্না থামাও ! নয়তো আমি ভীষণ রেগে যাব !
অ্যাঁ অ্যাঁ !
টিনটিন কোথায় ?
সব যেন অদ্ভুতরকম স্তব্ধ...
লক্ষণ মোটেই ভাল ঠেকছে না...

দুম !
!
ইদুর, বানর, গণ্ডার !
শোঁওও
দুম
দুম
মুলার আমাদের দিকে আসছিল ! মাঝপথে টিনটিন তাকে রুখে দিয়েছে !
দুম
দুম
দুম
ইদুর, বানর, প্ল্যাটিপাস !
গুলি ফুরিয়েছে। এবারে আবদুল্লার পিস্তল থেকে গুলি চালাব !
মুলার ! পেছনে তাকালেই দেখবে যে, জিপভর্তি পুলিশ তোমাকে ধরতে আসছে। তা ছাড়া আছে আমিরের সৈন্যরা। পালাবার পথ নেই !
?
ওরে বাবা ! আমাকে ধরতে পারলে তো আমির আমাকে শূলে চড়াবে, নয়তো আগুনে ঝলসাবে !
চোদ্দ নম্বর ফর্মুলাটা তার আগে নষ্ট করা দরকার। যাচ্চলে, সেটা কোথায় গেল ?
যাক গে, তাতে আর ক্ষতি নেই !
ধরা না-দিয়ে আমি আত্মহত্যা করব ! এই দ্যাখো !
না, না, আত্মহত্যা কোরো না !
?
ওটা আমার কালি-পিস্তল। গণ্ডারটা ওটা সত্যি ভেবেছে !
রোদ্দুরে বড্ডই মাথা ধরেছে হে !
আমারও !
আরে, এটা কী ?
অ্যাস্পিরিন ! কী সৌভাগ্য ! এসো,একটা করে ট্যাবলেট খাই !
স্বাদটা যেন কেমন-কেমন !
ওষুধের স্বাদ বিচ্ছিরিই হয় !
হেউ !
হেউ !
ASPIRINE
খেয়েছ ?
খেয়েছি !

আরে, জনসন আর রনসন অমন করছে কেন ?
কেমন যেন অসুস্থ মনে হচ্ছে !
বালির ওপরে... হেউ... অ্যাস্পিরিন পড়ে ছিল... হেউ... তাই খেয়ে... হেউ...
এই দ্যাখো... হেউ...
সত্যি অ্যাস্পিরিন তো ?
পরীক্ষা করে দেখা যাক !
কোম্পানির নাম তো ঠিকই রয়েছে। তা হলে ?
তাই তো !
প্ল্যাটিপাস-দাদা, তোমার বন্ধুদের দ্যাখো !
ক্যাপ্টেন ! ক্যাপ্টেন ! এ কী কাণ্ড !
আমার কেমন... হেউ !
আমারও কেমন... হেউ !
আবার 'হেউ' করো !
আবদুল্লাকে সঙ্গে করে ওর বাবার কাছে চলে যাও। মুলার, জনসন আর রনসনকে নিয়ে আমি জিপে যাচ্ছি। ওঁদের ডাক্তার দেখানো দরকার।
হেউ !
ঠিক আছে !
অ্যাস্পিরিনগুলোকে পরীক্ষা না-করিয়ে যদি নষ্ট করে ফ্যালো তো তোমাকে বড়লোক করে দেব।
বটে ? কী আছে ওই অ্যাস্পিরিনে ?
জেনে কী হবে ? নষ্ট করলে প্রচুর টাকা দেব।
আমার অর্থলোভ নেই, মুলার।
ওয়াদেসদা হাসপাতালে... দু' ঘন্টা বাদে...
ডাক্তারবাবু, শিগগির আসুন ! অদ্ভুত দুই রুগি !
দেখুন !
!?

খানিক বাদে...
আপনার গাড়ি ফিরে আসছে মালিক !
আবদুল্লাকে নিয়ে ?
ওই তো আবদুল্লা ! ওই তো আমার মিষ্টি মানিক দুষ্টু ছেলে !
বাপ্‌স, ছেলেটা একেবারে হাড় জ্বালিয়ে খেয়েছে !
ও আমার মিষ্টি মানিক !
যাক, এবারে শান্তিতে পাইপ ধরানো যাবে !
অ্যাঁ অ্যাঁ !
তোমার কাছে যাব না ! প্ল্যাটিপাস-খুড়োর কাছে থাকব !
বাবা রে, নাকটা পুড়ে গেছে !
কী মজা ! কী মজা !
রাগ কোরো না ক্যাপ্টেন ! আবদুল্লা একটু দুষ্টুমি করতে ভালবাসে !
ওই টিনটিন আসছে !
মানিকজোড় হাসপাতালে । আধ ঘন্টা অন্তর-অন্তর তাদের চুল-দাড়ি ছেঁটে দেওয়া হচ্ছে । ট্যাবলেটগুলো প্রোফেসর ক্যালকুলাসকে পাঠিয়ে বিশ্লেষণ করতে বলেছি । মানে ওই মুলারের ট্যাবলেট ...
মুলার ?
ও, আপনাকে বলা হয়নি, প্রোফেসর স্মিথের আসল নাম হচ্ছে মুলার !
সেই উল্লুকটা কোথায় ? তাকে শূলে চড়াব !
তাকে পুলিশে দিয়েছি । কথা দিয়েছি, আইন-মোতাবেক তার বিচার হবে ।
বিচারের ঝামেলায় না গিয়ে শূলে চড়িয়ে দিলেই তো হত !
তার কাছে পাওয়া কাগজপত্র থেকে বোঝা যাচ্ছে, সে এক শক্তিশালী রাষ্ট্রের গুপ্তচর । যুদ্ধ বাধলেই সে তৈলকূপগুলির ওপরে ব্যাপক হামলা চালাবার জন্য তৈরি ছিল । ইতিমধ্যে সে আরাবেক্স কোম্পানিকে হটিয়ে স্কোয়ালকে এখানে নিয়ে আসবার চেষ্টা চালিয়েছে ।
মুলারের প্রাসাদে তল্লাশি চালালেই সব ধরা পড়বে । আসল কথা, আপনার পেট্রোল-সম্পদকে সে হাতাতে চাইছিল ।
দিন কয়েক বাদে...
টিনটিন ! টিনটিন ! ক্যালকুলাসের চিঠি !
ট্যাবলেট পরীক্ষা করে দেখলাম, ওটি আসলে বিস্ফোরক । পেট্রোলে মেশালে বিস্ফোরণ ঘটে । পাঁচ হাজার গ্যালন পেট্রোলে মাত্র একটি ট্যাবলেট মেশালেই যথেষ্ট...
গাড়িতে যে কেন বিস্ফোরণ ঘটেছিল, এতক্ষণে তা বোঝা গেল । ...কী ব্যাপার ক্যাপ্টেন ?
যাচ্চলে !

পোস্টকার্ডের পেছনে আমার বাড়ির ছবিটা দ্যাখো !

!

ক্যালকুলাস আমার বাড়িটার এই অবস্থা করল কীভাবে ?

সবটা পড়ে দেখি !

...ট্যাবলেট পরীক্ষা করবার সময় বিস্ফোরণ ঘটে বাড়িটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে...

সর্বনেশে কথা !

...যাই হোক, এইসঙ্গে যে ওষুধ পাঠাচ্ছি, তা খেলেই জনসন আর রনসনের রোগের উপশম হবে। তা ছাড়া বিষাক্ত পেট্রোল পরিশোধনের ওষুধও এইসঙ্গে পাঠালাম...

কয়েক সপ্তাহ বাদে...

"মুলারের বিচারের সময় উপস্থাপিত নথিপত্র থেকে প্রমাণ হয়েছে যে, পেট্রোলের সঙ্গে এক ধরনের রাসায়নিক দ্রব্য মিশিয়ে তাতে বিস্ফোরণ ঘটানো হত। এর মূলে এক বিদেশি রাষ্ট্রের চক্রান্ত..."

"পরীক্ষামূলকভাবে সেই রাষ্ট্রের গুপ্তচরেরা গত কয়েক মাস ধরে গাড়িতে বিস্ফোরণ ঘটাচ্ছিল। যুদ্ধ লাগলে এ-কাজ ব্যাপকভাবে চালানো হত। টিনটিন তাদের চক্রান্ত ফাঁস করে দিয়েছেন।"...

"প্রোফেসর ক্যালকুলাস এর প্রতিষেধ-ব্যবস্থা উদ্ভাবন করেছেন। যুদ্ধের আশঙ্কা তাই আপাতত নেই। জনসন আর রনসনও এখন আরোগ্যের পথে।"

বাঁচা গেল। কিন্তু ক্যাপ্টেন, তুমি কোত্থেকে কীভাবে সময়মতো এসে হাজির হলে, সেটা এখনও শোনা হয়নি।

বলছি... বলছি...

মানে, যা বলছিলাম, ব্যাপারটা সহজও বটে, আবার জটিলও বটে। অর্থাৎ কিনা...

বললে তোমরা বিশ্বাস করবে না হয়তো...

দুম !

সত্যি, আবদুল্লার দুষ্টুমির আর শেষ নেই !

চুরুটের মধ্যে পটকা গুঁজে রেখেছিল ! দেখুন, সত্যি কথাটা বলেই ফেলি। আপনার এই আবদুল্লা অতি বিচ্ছু ছেলে !

সমাপ্ত

বাজপাখির পাহারা

শুনুন, হে মহান দেবতা। এই সোনার শহর কোরি কাঞ্চা আমরা আপনাকেই উৎসর্গ করলাম। আপনি একে অনন্তকাল রক্ষা করুন।
বিদেশিদের এর ফটকের কাছে আসতে দেবেন না...

... ধ্বংস করুন আমাদের শত্রুদের
ক্রা-আ-আ-আ !
আ ! না, দাদু না ।
সেই ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্ন... বারবার ফিরে আসছে ! অশুভ লক্ষণ । এই অভিযানে দাদু বিপদে পড়তে পারেন ।
আপনি সারাক্ষণ এই শহরের ওপর নজর রাখুন ।
কেট স্যান্ড্স-এর দাদু বিখ্যাত পুরাতাত্ত্বিক । ওরা এখন পেরুতে ।
দাদু, আমি স্বপ্ন দেখলাম একটা বাজপাখি তোমাকে আক্রমণ করছে । তোমার জন্য চিন্তা হচ্ছে...
ভয় পেয়ো না দাদুভাই । প্রাচীন ইন্কাদের গল্প পড়ে, ওদের বীভৎস আচার-অনুষ্ঠানের কথা শুনে তুমি ঘাবড়ে গেছ ।

বাজপাখির পাহারা

কেট, ইন্‌কাদের হারানো সোনার শহর খুঁজে বের করার জন্য আমি সারাজীবন চেষ্টা করছি। প্রচুর তথ্য সংগ্রহ করেছি।
এটাই তোমার শেষ সুযোগ। মা বলেছেন, তুমি খুব অসুস্থ। এই অভিযানে তোমার জমানো সব টাকাও ফুরিয়ে যাবে...
এবার রওনা হতে হবে। পাকো জিপ নিয়ে এসেছে। ভয় পেলে তোমার সঙ্গে আসার দরকার নেই। ছোট্ট মেয়ে এত ধকল সহ্য করতে পারবে না।
কোনও কিছুই আমাকে আটকাতে পারবে না। আমি যাব।
দাদুর সঙ্গে থাকা দরকার। না হলে কে ওঁর দেখাশোনা করবে! উনি যেন হারানো শহর খুঁজে পান। ওঁর সারাজীবনের স্বপ্ন।...
সামনে পাহাড়, পথের চিহ্ন নেই। জিপ ছেড়ে ওরা এবার হাঁটতে শুরু করবে।
তোমাকে ক্লান্ত দেখাচ্ছে... তুমি বরং এখানে বিশ্রাম করো... পাকো ও আমি রান্না সেরে আসি।
পাকো, তোমার কথায় কেট ভয় পাবে। তুমি তো জানো, হারানো শহরের ধনসম্পদ লুঠ করার কোনও ইচ্ছেই আমার নেই। এটা আমার অনেকদিনের স্বপ্ন।
কেট, আগামীকাল আমরা এই উপত্যকা ঘুরে দেখব। এই পাহাড়ের ওপারে কখনও যাইনি।
সোনার শহর খুঁজছেন! কিন্তু ওই শহর খুঁজতে গিয়ে কেউ আর ফিরে আসে না।
বহু বছর আগে এক অভিযাত্রী এই বাজপাখির মূর্তিটা হাতে নিয়ে মারা গিয়েছিলেন। মূর্তিটা নিশ্চয় সোনার শহরের। কেট, আমি কুসংস্কারে বিশ্বাস করি না। মনে হচ্ছে, এটা আমার সৌভাগ্যের প্রতীক।

পরের দিন সকালে...
নিজেকে ও তিলে-তিলে হত্যা করছে। কিন্তু কেন ? কয়েকশো বছর ধরে কেউ সোনার শহর খুঁজে পায়নি। তা হলে এখন ও-ই বা তা খুঁজে পাবে কী করে ?
এবার আমরা বাজপাখির দেশে এসে পড়েছি। হিংসুক আত্মারা নজর রাখো...
কোথা থেকে এই ঝোড়ো বাতাস বইতে শুরু করল ? মনে হচ্ছে উড়িয়ে নিয়ে যাবে...
আর-একটু পরেই আমরা বিশ্রাম করব। আ-আ—
আমার হার্টের ওষুধ... পকেটে...
দাদু !
পাকো, দাদু খুব অসুস্থ। জিপে এখনই ফিরে যাও, ওষুধ নিয়ে এসো।
পাকোর ফিরতে দেরি হবে। তবে দাদুর ব্যথা এখন কমেছে... তবে ছায়া দরকার, যা গরম... দাদু বাঁচবেন না...
দাদু খুব ভালমানুষ। তোমার ধনদৌলতে ওঁর লোভ নেই। ওঁকে প্রাণে মেরো না। দোহাই, এভাবে ওঁকে মরতে দিয়ো না।
এ হচ্ছে বাজপাখির অভিশাপ...

একটা লাঠি পেলে তার ওপরে আমার স্লিপিং ব্যাগটা মেলে ধরতাম। ছায়া হত... ওটা কী ?
না, আমার দুঃস্বপ্ন... বাজপাখি জ্যান্ত হয়ে উঠেছে।
ক্রা-আ-আ-আ !
ওকে আমি আটকাতে পারব না !
নিজের চোখকেও বিশ্বাস করতে পারছি না। বাজপাখিটা আক্রমণ করছে না...
বাজপাখিটা ওর ডানা দিয়ে দাদুকে ছায়া করে রেখেছে। আমার স্বপ্ন সত্য হল, কিন্তু অন্যভাবে !
সে ওর বিশাল দুটি ডানা দিয়ে রোদ আড়াল করে রাখল। দাঁড়িয়ে থাকল অতন্দ্র প্রহরীর মতো। সূর্য একসময় পশ্চিমে ঢলে পড়ল...
এখন একটু সুস্থ মনে হচ্ছে। কেট, পাখিটা আমাদের পেছনে আসতে চায়, দেখেছ ? আমাদের সাহায্য করতে চায় !
দাদু, এই শরীরে তোমার যাওয়া উচিত নয়। তবে তোমাকে বাধা দেওয়া যাবে না জানি।

খুব কষ্ট করে, ধাপে-ধাপে ওরা পাহাড়চূড়ায় উঠল ।
অপূর্ব ! অবশেষে কোরি কাঞ্চা...
আমি আবিষ্কার করেছি কেট, সোনার শহর কোরি কাঞ্চা... আমি এখন নিশ্চিন্তে যেতে পারি...
আশ্চর্য সুন্দর ! দারুণ ! সারাজীবন আমি এরই স্বপ্ন দেখেছি !
আমি প্রার্থনা করেছিলাম, তোমার স্বপ্ন যেন সত্যি হয়...
তোমার রহস্যময় শহরের এখনও কোনও ক্ষতি হয়নি । ... তোমাকে ধন্যবাদ । আমার প্রার্থনা তুমি শুনেছ, তোমাকে ধন্যবাদ ।
হ্যাঁ দাদু, তুমি খুঁজে পেয়েছ । এ তোমার অসাধারণ কীর্তি ।
সমাপ্ত

রোভার্সের রয়

এটা ছিল রোভার্সের প্রাক্তন খেলোয়াড় ভার্নন এলিয়টের বেনিফিট ম্যাচ। খেলা হচ্ছিল রোভার্সের সঙ্গে রোভার্সের প্রাক্তন ম্যানেজার রয় রেসের নেতৃত্বে গঠিত একটি আন্তর্জাতিক দলের। খেলায় সারাক্ষণই ছিল নাটকীয় উত্তেজনা! মেলচেস্টার ২-০ গোলে হারছিল...
রেসি রক্ষণভাগের অর্ধেক লোককে কাটিয়ে চলে এসেছে! এবার নিশ্চয় গোল করবে!
কিন্তু...
রয়, গোলে মারো! চার্লি কার্টার বেরিয়ে আসছে...
উউউহ্!
চার্লি বল ধরেছে! দারুণ বাঁচিয়েছে।
কিন্তু রয় দ্বিধা করল কেন?

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

吉慶如意
না, মিঃ মিৎসুহিরাতো আসেননি, তবে এক্ষুনি এসে পড়বেন।
আমি এখানে অপেক্ষা করছি...

吉慶如意
নমস্কার সার। আপনার জন্য একজন অপেক্ষা করছেন...
হ্যাঁ, জানি।
!
吉慶如意

এই রইল ৫০০০ ডলার অগ্রিম। কাজ হয়ে গেলে আবার এতটাই পাবেন, কিন্তু মনে রাখবেন, মুখ খুললেই মৃত্যু !...বুঝেছেন ?...চলি।
শুভরাত্রি, হুজুর।

গাড়িতে উঠুন...

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

গাবলু
বিকেল পাঁচটায় দাম বদলে যায়
বিকেল পাঁচটায় দাম বদলে যায়
আরও বেশি লাগবে
বিকেল পাঁচটায় দাম বদলে যায়
পাঁচটার পরে দাম বেড়ে যায়... কমে যায় না
4-9
গাবলু
3-12

জীবনের নানা ওঠাপড়া যেন সহজে গায়ে না লাগে...

তাই হাত বাড়ালেই

বোরোলীন

সুরভিত অ্যান্টিসেপ্টিক ক্রীম

শুষ্ক ত্বক ও সাধারণ কাটাছড়ায় অসাধারণ কাজ দেয়

জি ডি ফার্মাসিউটিক্যালস
কলকাতা ৭০০০৫৩

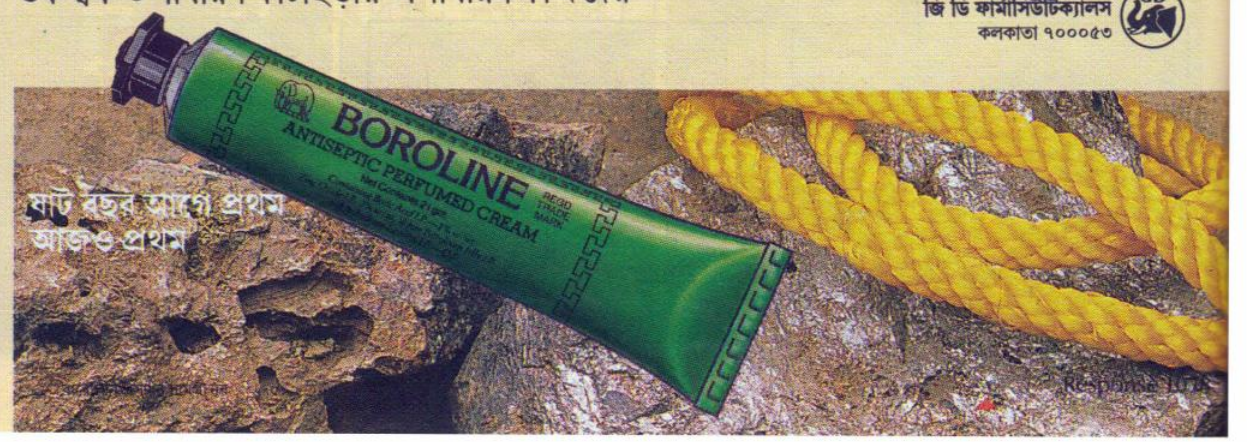

ধারাবাহিক উপন্যাস

গজপতি ভেজিটেবল স্টু কোম্পানি

বিমল কর

বর্ষা নামার মুখে-মুখে গজপতি বলল, "গনাদা, আর দেরি নয় ; ভাটিতে মালপত্র ফেলতে হবে।"

গণপতি বলল, "শুরু করে দে। কবে থেকে শুরু করবি ?"

গজপতির একটা হিসেব ছিল মনে-মনে। লালুর সঙ্গে হিসেবটা সেরে রেখেছে। লালুকে বলল, "লালুদা, সোমবার থেকে শুরু করা যেতে পারে। তাই না ?"

লালু আজকাল একটা ডায়েরি খাতা রাখে নিজের কাছে। তাতে নানা ধরনের আঁকিজুকি, লেখা, হিসেবপত্র।

ডায়েরি খাতা দেখে লালু বলল, "সোমবার নয়, বুধবার। বুধবার থেকে নো প-প-প্রবলেম।"

গজপতি বলল, "তা হলে বুধবারই এক নম্বর ভাটিতে মালপত্র ফেলার ব্যবস্থা করো।"

লালু মাথা হেলিয়ে সায় দিল। দিয়েই ডায়েরি খাতায় কী একটা লিখে নিল।

গণপতি আধ হাত সাইজের একটা লিকলিকে কাঁকড়ি খাচ্ছিল নুন দিয়ে। খেতে-খেতে বলল, "লালু, ক' বস্তা পড়বে রে ?"

লালু সঙ্গে-সঙ্গে তার ডায়েরি খাতার পাতায় চোখ বুলিয়ে নিল। বলল, "ব-বস্তা নয়, গাড়ি। দশ বস্তায় এক গাড়ি। প্রথম দিন দু' গাড়ি পড়বে। মিনিমাম চার। তা হলে তো চল্লিশ বস্তা হল কম করেও।"

"গাড়ি কেন ? তুই যে বললি প্লাস্টিকের বড়-বড় বস্তায় করে আসবে।"

লালু বলল, "ব-বলেছিলাম। চে-চেষ্টাও করা গেল, না কী রে গজু। প্লাস্টিকের ব-বস্তা পাওয়া গেল না। দু-চারটে পাওয়া যেতে পারে। তাতে আর কী হবে বল ! ইউনিয়ন বোর্ডের ছাতুবাবুকে বললাম। ছাতুবাবু বললে, ঠিক আছে ওই সাফাই গাড়ি নিয়ে নাও।"

গণপতি অবাক হল। সে দিনকয়েক খোঁজখবর রাখতে পারেনি এদিককার। বাড়ির কাজে পাটনা যেতে হয়েছিল। গতকালই ফিরেছে পাটনা থেকে। গণপতি জানত, প্লাস্টিকের বড়-বড় ব্যাগে

করে সবজির খোসাটোসা এনে ফেলা হবে এখানে। হঠাৎ শুনছে, ব্যাগ নয়, ইউনিয়ন বোর্ডের ময়লা-ফেলা গাড়ি করে মালপত্র আসবে। সেগুলো তো গাড়ি নয়, নরকের আড়ত।

গণপতির ঘেন্না-ঘেন্না লাগল। নাকমুখ কুঁচকে বলল, "বলিস কী ! ওই মোষটানা ময়লা-ফেলা গাড়ি ?"

লালু বলল, "হ্যাঁ। দুটো গাড়ি পাওয়া যাবে ইউনিয়ন বোর্ড থেকে। ছাতুবাবু ম্যানেজ করে দেবে। বার তিনেক ট্রিপ মারবে গাড়ি দুটো। মানে তো-তোর ছ' গাড়ি পড়বে প্রথম দিনে।"

গণপতি বলল, "আরে রাম রাম ! লালু, তুই-তুই গাধা না ঘোড়া ? ইউনিয়ন বোর্ডের ওই ময়লা-ফেলা গাড়ি করে আনলে—এক-একটা গাড়িতে ক' হাজার মাছি, ক' ডজন মরা ইঁদুর, ক'টা পচা বেড়াল-কুকুর এসে পড়বে তা জানিস ?"

গজপতি লালুর দিকে তাকাল। এ-ব্যাপারে সে লালুর মুখ চেয়ে বসে আছে গোড়া থেকেই।

লালু বলল, "তুই মা-মাছি, ইঁদুর কোথায় দেখলি ? এ কি তোর শহরের ময়লা এসে জমা হচ্ছে এখানে ? সেরেফ ভেজিটেব্‌ল খোসা। বাড়ি-বাড়ি থেকে কালেক্ট করে নিয়ে আসবে।"

"তোর মাথা !" গণপতি বলল, "কিস্‌সু বুঝিস না তুই ! ইউনিয়ন বোর্ডের ছাতু হল ধাড়ি শেয়াল। চার-পাঁচটা তো গাড়ি ময়লা ফেলার। তার মধ্যে দু-তিনটের চাকা আর নড়তে চায় না। ওসব গাড়ি তোর-আমার জন্মের আগে থেকে পড়ে আছে ইউনিয়ন বোর্ডের মাঠে। আমি বলছি, ছাতু ওই ভাঙা গাড়ি খাটিয়ে কিছু ইনকাম করে নেওয়ার তাল করেছে। গাড়িতে মালপত্র এলে আর দেখতে হবে না।"

লালু বলল, "তা হলে আসবে কেমন করে ?"

"কেন, তোর বকা-লকা কী করল ?"

"ওরা কেটে পড়েছে। বলছে, বাড়ি-বাড়ি গিয়ে শাকসবজির খোসা কালেক্ট করা তাদের কাজ নয়। ওরা কি ময়লা-তোলা ঝাড়ুদার !"

গণপতি রেগে গেল। বলল, "আমি তোকে বলেছিলাম—ওই তোর বকা-লকার কাজ এসব নয়। আমার কথা শুনলি না। নে, বোঝ এবার।"

গজপতি বলল, "গনাদা, প্রথম-প্রথম একটু গোলমাল ভুলচুক হবেই। মানে আমরা একটা সিস্টেম তৈরি না করা পর্যন্ত ঝামেলায় পড়ব ঠিকই। তবে এখন আমাদের ট্রায়াল পিরিয়ড। পরে ধীরে-ধীরে সব শুধরে নেওয়া যাবে। আগে দেখি ব্যাপারটা কতটা সাকসেসফুল হয়।"

গণপতি বলল, "অন্য মালপত্র কীভাবে আসবে ?"

লালু বলল, "চলে আসবে। তুই খাবড়াস না। মাটির বড়-বড় গামলা করে আসবে টেরা—মানে ক্যারা। ঘাস-কাটা লোকরা ঘাস আর পাতাটাতা দিয়ে যাবে। কাঠের গুঁড়ো আর আদার মেটিরিয়াল আসবে গানি ব্যাগে।"

গণপতি আর কিছু বলল না। কীই-বা বলবে !

বুধবার খানিকটা বেলায় ইউনিয়ন বোর্ডের দুটো ময়লা-ফেলা গাড়ি এসে একরাশ ময়লা ফেলে দিয়ে চলে গেল। এল আর চলে

অ্যাক্টিভ-25-এর

সবচেয়ে প্রয়োজনীয়

বাচ্চাদের শক্তি

*"দুধের চর্বি খুবই তরল দুগ্ধবৎ নির্যাসবিশেষ এবং এটি হজম করাও খুব সহজ।"

বাচ্চাদের বড় হয়ে ওঠার সময় যে শক্তি আর কর্মচাঞ্চল্যের প্রয়োজন, তাতে ঠিকমত ইন্ধন জোগায় দুধের চর্বি। প্রত্যেক মা জানেন যে বাচ্চাদের বড় হয়ে ওঠার জন্য দুধ হল অপরিহার্য। আপনার বাচ্চার অফুরন্ত প্রাণশক্তির প্রয়োজন পূরণে সুষম পুষ্টি উপাদান সহ সযত্নে তৈরী করা হয়েছে অ্যাক্টিভ-25 যাতে আছে দুধের চর্বি। সুস্বাস্থ্যের জন্য তেমনি প্রয়োজন অন্যান্য আরও ২৪ টি পুষ্টিকর উপাদান, যেমন—দুধের

অ্যাক্টিভ দেহের জন্য—

—অ্যাক্টিভ

গেল, কিছু বলল না। গ্রাহ্যও করল না।

গজপতি দেখল, সেই ময়লার মধ্যে নানা ধরনের আবর্জনা। তার দরকার তরিতরকারির খোসা। তাও আবার মোটা-মোটা খোসা। যে-ময়লা এসে পড়ল তাতে যাবতীয় তরিতরকারির খোসা, ডাঁটি, শাকপাতা, মাছের আঁশ, কাঁটা, ডিমের খোসা, নানা আবর্জনা।এমনকী মরা আরশোলা, টিকটিকি পর্যন্ত।

গজপতি থ' হয়ে গেল। বলল, "লালুদা, এ কী !"

লালুও কেমন ভ্যাবাচাকা খেয়ে গিয়েছিল। চুপ করে থাকল, মাথা চুলকোতে লাগল। শেষে বলল, "বললাম এক, আনল আর-এক। ব্যাটাদের মাথায় কি কিছু নেই ? অল গাধাস ! তুই বিশ্বাস কর গজু, বারবার বুঝিয়ে বলেছি। লোকে কথা না বুঝলে কী করি বল তো ? পই-পই করে বলে এলাম, বুঝিয়ে এলাম এক। আর নিয়ে এল এক।"

গজপতি হতাশ হয়ে বলল, "এসব চলবে না লালুদা। এগুলো বাইরে পড়ে আছে, পড়ে থাক। চুন আর ব্লিচিং পাউডার ছড়িয়ে দিতে বলো।"

ময়লা ফেলার পর-পরই কোত্থেকে মাছি জুটে গিয়েছিল। দেখতে-দেখতে মাছি যেন বাড়তে লাগল। কয়েকটা কাকও এসে পড়ল দেখতে-দেখতে।

গজপতি আর লালু সরে গেল সামনে থেকে।

এমন সময় মহাদেবকে দেখা গেল। সবেই এসেছে। তার কাজের লোকদের সঙ্গে কথা বলছিল।

গজপতিরা খানিকটা হেঁটে আসতেই মহাদেবের সঙ্গে দেখা।

মহাদেব যথারীতি 'রাম রাম' বলে নমস্কার জানাল।

গজপতি হঠাৎ বলল, "লালুদা, তুমি মহাদেবের সঙ্গে কথা বলো তো ! ওর হাতে লোকজন আছে।"

লালু কিছু বলার আগেই মহাদেব নিজেই বলল, "মাঠে ওভাবে ময়লা ফেলে গেল কে লালুবাবু ? পচা গন্ধ উঠছে। কাক এসে বসেছে জঞ্জালের ওপর।"

লালু একটু যেন লজ্জায় পড়ে গেল। তারপর বলল ঘটনাটা।

মহাদেব বলল, "লালুবাবু, আপনারা তো শুরুতেই গোলমাল করে ফেললেন। আগর আমাকে পুছতেন... !"

লালু বলল, "মাথায় আসেনি। এখন বলো, কী করা যায় ?"

মহাদেব সঙ্গে-সঙ্গে বলল, "শহরে ঢিঢিয়া লাগিয়ে দিন।"

"ঢিঢিয়া ! মানে ঢেঁড়া পেটানোর কথা বলছ ?"

"বিলকুল ওহি কাম করুন।"

গজপতি বলল, "তাতে কী হবে ?"

মহাদেব বলল, "ঠিক কাম হবে।"

"কেমন করে ?"

মহাদেব বলল, "শহরে ঢেঁড়া পিটিয়ে জানিয়ে দেওয়া হোক—জুতি কারখানা কাজের জন্যে মাল চাইছে ? চাইছে, সবজির খোসা। কী-কী সবজি তা বলে দেওয়া হোক সকলকে। এক ঝুড়ি ভাল মালপত্রের জন্যে দু' টাকা দেওয়া হবে, মাঝারি হলে দেড় টাকা। বাজে জিনিস নেওয়া হবে না। যা দিতে চায়, সরাসরি জুতি কারখানায় নিজেদের পৌঁছে দিতে হবে। দাম পাওয়া যাবে নগদা।"

দুধের চর্বি

বছরগুলোতে

জোগায়।

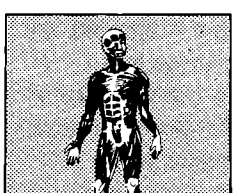

মাংসপেশীর গঠনতন্ত্র

প্রোটিন, ম্যাগনেশিয়াম, জিঙ্ক, ভিটামিনসমূহ, ক্যালশিয়াম, লোহা ইত্যাদি।
দেখে নিন, আপনাদের স্বাস্থ্যের পানীয়তে দুধের চর্বি আছে কি না। না থাকলে অ্যাক্টিভ-25 নিতে আরম্ভ ক'রে নিশ্চিন্ত হোন।

* উৎস : নরম্যাল অ্যান্ড থেরাপিউটিক নিউট্রিশন (১৬ সংস্করণ) : ডা. সি. রবিনসন ও ডা. এম. ল'লার

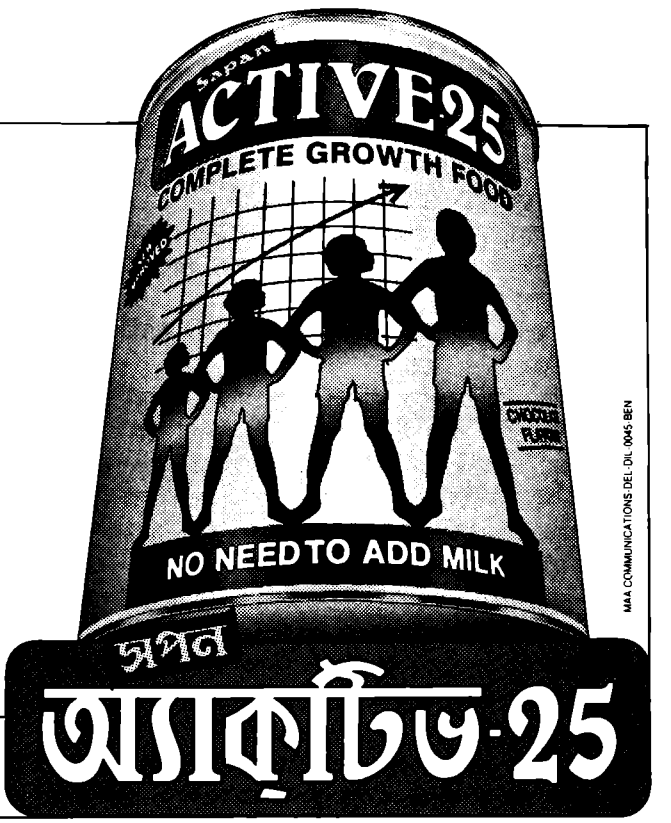

অ্যাক্টিভ মস্তিষ্কের জন্য
কর্মময় প্রজন্মের জন্য

সপন
অ্যাক্টিভ-25

গজপতি আর লালু প্রায় একই সঙ্গে বলল, "এতে কাজ হবে ?"

মহাদেব বলল, "বাবু, কাম-কাজ এয়সানই হয়। গোয়ালারা ঘর-ঘর দুধ দেয়, ঘুঁটিয়াআলি ঘর-ঘর ঘুঁটিয়া দেয়। কিতনা গরিব আদমি আছে শহরমে। দো-এক ঝোড়ি মাল রেখে গেলে চার-পাঁচ টাকা কামাই।"

গজপতির বেশ পছন্দ হল কথাটা।

লালু বলল, "গজু, আইডিয়াটা মন্দ নয়। কত গরিব মানুষ আছে, বাড়ি-বাড়ি এটা-সেটা চেয়ে বেড়ায়, এরাই তো বাড়ি থেকে সবজির ফেলে-দেওয়া খোসা জোগাড় করে আনতে পারে।"

মহাদেব বলল, "জরুর পারে। টিশানে লছমানের দোকান আছে, বাজারে হোটেল আছে—, দো চার ঝোড়ি মাল হরবখত পাওয়া যাবে গজপতবাবু।"

গজপতি বলল, "লালুদা, গুড অ্যাডভাইস। তুমি কালই ঢেঁড়া পিটিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করো।"

লালু মাথা নেড়ে বলতে যাচ্ছিল, ঠিক আছে—ব্যবস্থা করবে, হঠাৎ তার গণপতির কথা মনে পড়ে গেল। গণপতিকে একবার জিজ্ঞেস করা দরকার। নয়তো আবার বেইজ্জত হতে হবে। গণপতি ঠিকই বলেছিল, ছাতুবাবু লোকটাকে বিশ্বাস করা উচিত হয়নি। আজ এখন যদি গণপতি এসে হাজির হয়—মাঠের মধ্যে জমানো ময়লা দেখে খেপে যাবে।

লালু বলল, "ঠিক আছে। বিকেলে একবার গনাকে জি-জিজ্ঞেস করে নিলেই হবে।"

বিকেলে গণপতি সব শুনে বলল, "তোদের মাথাখারাপ হয়েছে ! ঢেঁড়া ! ঢোল পিটিয়ে বলে বেড়াতে হবে...। না, না, ওসব ফালতু কাজ করিস না। প্রেস্টিজ বলে একটা কথা আছে। গজা কত বড় একটা কাজ করতে যাচ্ছে—একেবারে নতুন, লোকে অলরেডি দেখছে—কীরকম একটা কারখানা তৈরি হয়ে উঠছে এখানে—আর তোরা ঢেঁড়া পেটাবার কথা বলছিস ! নো, নেভার। হতেই পারে না।"

গজপতি অসহায়ভাবে বলল, "তা হলে ?"

গণপতি বলল, "হ্যান্ডবিল।"

"হ্যান্ডবিল ?"

"হ্যাঁ, হ্যান্ডবিল ছেপে বিলি করে দে শহরে। বড়-বড় করে ছাপা থাকবে জুতো কারখানার জন্যে সবজির খোসা চাই।"

লালু বলল, "গরিব মানুষ, মিস্ত্রিরা কি লেখাপড়া জানে যে, হ্যান্ডবিল পড়তে পারবে ?"

"তারা না পারুক যারা পারবে তারাই ওদের বলে দেবে। আমি বলছি তোদের কাজের কাজ হয়ে যাবে।"

গজপতি বলল, "গনাদা, এসব করতে-করতে যে দেরি হয়ে যাবে।"

"দু-তিনদিন। তুই অন্য ভাটিগুলো ভরতি কর। এক নম্বরটা একটু পিছিয়ে যাবে। তাতে কী ?"

লালু বলল, "হ্যান্ডবিল লিখবে কে ? ছাপানো হবে কোথায় ?"

গণপতি বলল, "সে-ব্যবস্থা আমি করছি। তোরা নিজেদের কাজ করে যা।"

গজপতি বলল, "তাই করতে হবে। তবে অন্যগুলোর প্রব্‌লেম কম। এক নম্বরটাই ঝামেলার।"

গণপতি অভয় দিয়ে বলল, "পাঁচ-সাত দিন দেরি হবে হোক—তবে কাজ শুরু হলে আর আটকাবে না।"

গণপতির হ্যান্ডবিল ছাপা হতে-হতে দিনচারেক লেগে গেল। লাল আর সবুজ দু'রকম কাগজে ছোট-ছোট হ্যান্ডবিল ছাপা হল। বাংলা আর হিন্দিতে।

ময়ূরগঞ্জের পুরনো সেপাই মাঠে শীতকালে সার্কাস আসে। মাঝে-মাঝে বাদও পড়ে যায়। এবারে সার্কাস আসেনি, তার বদলে দু-চারদিনের এক মেলা হয়ে গিয়েছিল। ভাল জমেনি।

সার্কাস পার্টির লোকরা শহরে এলে টেম্পু ভাড়া করে মাইক বাজিয়ে হ্যান্ডবিল ছড়ায়। গণপতি টেম্পু ভাড়া করল না। এখনও এখানে টাঙ্গা-পটি আছে, দশ-পনেরোটা টাঙ্গা শহরে ঘোরাফেরা করে। বেচারাদের অবস্থা দিন-দিন খারাপ হয়ে যাচ্ছে।

গণপতি এক চেনাজানা টাঙ্গাঅলাকে ধরল। নাম তার ভজুয়া। ভজুয়াকে ডেকে গণপতি বলল, "দু'দিন ধরে শহরের সব মহল্লায় এই হ্যান্ডবিল বিলি করে দিতে হবে। দিনে পঁচিশ টাকা টাঙ্গা ভাড়া, পাঁচ টাকা খাইখরচা।"

ভজুয়া একসময় হামিদ মিঞার ব্যান্ড-পার্টিতে ড্রাম বাজাত। তার বাঁ হাতের কবজি ভেঙে যাওয়ার পর ড্রাম বাজাতে কষ্ট হত বলে সে ব্যান্ড-পার্টি ছেড়ে দিয়েছে। তবে সে ব্যান্ডের ভক্ত।

একেবারে খালি হাতে হ্যান্ডবিল বিলি করায় যেন মন পাচ্ছিল না ভজুয়া। তার চেয়ে জনা দুই-তিন ব্যান্ড-পার্টির লোক নিয়ে বাজনা বাজাতে-বাজাতে কাগজ বিলি করলে ব্যাপারটা মানানসই হবে।

গণপতি ভাইকে বলল, "গজা, ব্যান্ড দিবি ? ব্যান্ড না থাকলে ন্যাড়া-ন্যাড়া লাগে, তাই না !"

গজপতি কিছু বলার আগেই লালু বলল, "দিয়ে দে। জমবে ভাল।"

গণপতি রাজি হয়ে গেল। (ক্রমশ)

ছবি : সুব্রত চৌধুরী

ধারাবাহিক উপন্যাস

সমরেশ মজুমদার

স্বপ্নের বাগান

ভোর হতে-না-হতেই এই ফ্ল্যাটে ব্যস্ততা শুরু হয়ে যায়। মা বাথরুমে যান সবার আগে। যাওয়ার আগে রাজর্ষিকে ডেকে দিয়ে যান। ওই সময় বিছানা ছাড়তে একটুও ইচ্ছে করে না রাজর্ষির। শীতকাল হলে কান্না পায়। কিন্তু বাস তার জন্য দাঁড়িয়ে থাকবে না মনে পড়তেই সে লাফিয়ে বিছানা ছাড়ে। বাথরুম থেকে বেরিয়ে এসেই মা গলা তোলেন, "তাড়াতাড়ি করো, বাথরুমে যেন ঘুমিয়ে পোড়ো না।"

কথাগুলো খুব খারাপ। ঠোঁট টেপে সে। বাথরুমে তার একটু সময় লাগে। ব্রাশে পেস্ট লাগিয়ে আয়নায় নিজেকে দেখতে-দেখতে দাঁতগুলোকে পরিষ্কার করতে চমৎকার লাগে। মায়ের সেটা পছন্দ নয়। অথচ মায়ের এক দিদি এসেছিলেন একবার বেড়াতে। তিনি স্নান করেন এক ঘণ্টা দশ মিনিট ধরে। তাঁর বেলায় মা কিছু বলতেন না। মা তাকে বলেন, "ছোট ছেলের অত সময় লাগবে কেন?" আশ্চর্য ব্যাপার। ছোট ছেলের সঙ্গে বড় লোকের তফাতটা কী? তার যে-ক'টা দাঁত, বাবারও সে-ক'টাই! ব্রাশ করতে গেলে একই সময় লাগার কথা। কিন্তু এরকম প্রশ্ন তুললে মা খুব রেগে যান।

বাথরুম থেকে বেরিয়ে স্কুল-ড্রেস পরার সময় শুরু হয় আর-একপ্রস্থ বকুনি। 'রাত্রে শোওয়ার আগে কেন বইপত্তর ব্যাগে ঢুকিয়ে রাখোনি? কেন নিজের জুতো নিজে পালিশ করো না? জামার বোতামটা যে ছিঁড়ে পড়ে গেছে সেটা সময়মতো বলতে **কী** হয়? আর কবে বড় হবে **তুমি**? শরীরের সঙ্গে বুদ্ধি বাড়ে সবার, তোমার যে কী হবে ভগবান জানেন!'

এক গ্লাস দুধ আর দুটো টোস্ট। সাতসকালে এর বেশি খেতে ইচ্ছে করে না। শেষ বকুনিটা খেতে হয় যেদিন পিটি থাকে সেদিন কেড্‌স পরার সময়। 'কেড্‌সের চেহারা কী করেছ তুমি? ছি ছি। ওটা কখনও সাদা ছিল বলে মনে হচ্ছে? কেন ধুয়ে রং করোনি? তোমাকে হাজারবার বলেছি নিজের এই কাজগুলো করার জন্যে কারও ওপর ডিপেন্ড করবে না! কালো জুতোটা পরে কি তুমি ফুটবল খেলো। ছাল উঠে গেল কী করে? বছরে দু'-দু'বার জুতো কিনে দিতে পারব না আমি!' এইসব কথার মধ্যেই জুতো পরা শেষ করে মা-বাবার শোওয়ার ঘরের দরজায় গিয়ে দাঁড়ায় রাজর্ষি। বাবা তখন উপুড় হয়ে বিছানায় শুয়ে। দরজা থেকেই সে চেঁচায়, "বাপি, যাচ্ছি।" বাবা হঠাৎ মুখ তুলে হাসার চেষ্টা করেন। সঙ্গে-সঙ্গে দরজার দিকে ছুটে যায় রাজর্ষি। মা তার আগেই বেরিয়ে বোতাম টিপে লিফ্‌ট তুলছেন ওপরে। রাজর্ষি বলে, "তোমাকে নামতে হবে না।"

"চুপ করো। শুভমের মায়ের সঙ্গে আমার কথা আছে।" মা গম্ভীর গলায় কথা বলেন।

বেশ সিঁটিয়ে দাঁড়িয়ে রইল রাজর্ষি, লিফ্‌টে চেপে নীচে নামার সময়। কথা আছে মানে মা নিশ্চয়ই ভিডিও দেখার বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করবেন। শুভমের মা ছেলের ওপর রেগে যাবেন। শুভমকে বকুনি শুনতে হবে। এই বাড়িতে তার একমাত্র বন্ধু হল শুভম। ওর সঙ্গে বন্ধুত্ব চলে যেতে পারে এই কারণে। কিন্তু সে কী করতে পারে এখন!

নীচে নেমে অস্বস্তি আরও **বাড়ল**। শুভমের পাশে ওর বাবা

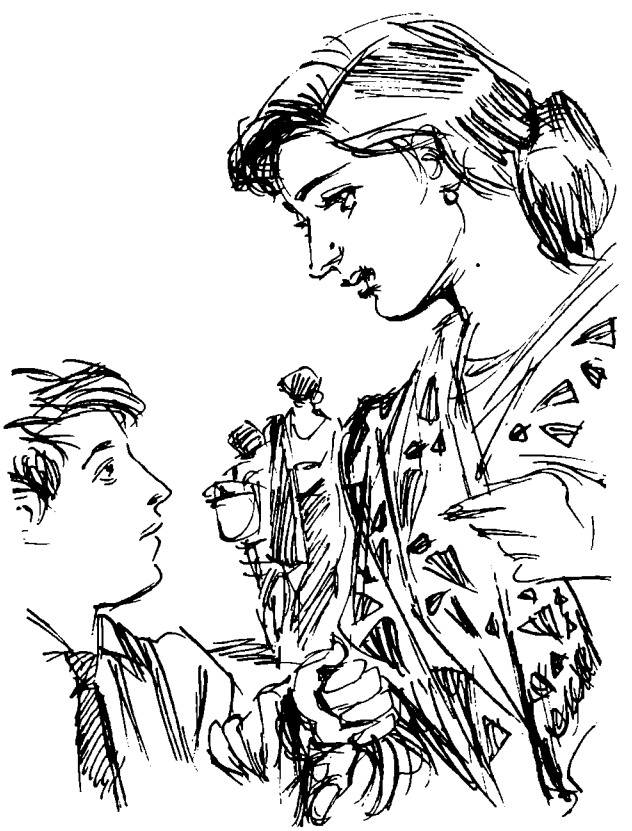

দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁকে দেখে মা একদম পালটে গেলেন, "কী ব্যাপার ? আজ আপনি ?"

ভদ্রলোক হাসলেন, "এমনই ! সকালে হাঁটা হয় না, তাই ভাবলাম... ।"

"বাঃ, কী ভাল। আর এর বাবা এখনও বিছানা ছাড়েনি। কেমন আছ শুভম ?"

শুভম ঘাড় নেড়ে 'ভাল' বলতেই দূরে ওদের স্কুল বাসটাকে দেখা গেল। নীল রঙের বাস। রাজর্ষি হাঁফ ছেড়ে বাঁচল যেন। মা আর প্রশ্ন করার সুযোগ পেলেন না শুভমের বাবার সামনে। ওদের এই স্কুল বাসটার অদ্ভুতরকমের হর্ন। সুর করে বাজে। দূর থেকেই বোঝা যায়।

বাসে উঠে হাত নাড়তে-নাড়তেই ওরা অনেকটা এগিয়ে গেল। পেছন দিকে ওদের নির্দিষ্ট দুটো বসার জায়গা আছে। এর আগে অন্য একজন বসে পড়েছিল বলে বেশ গোলমাল হয়েছিল। তারপর থেকে জায়গা দুটো খালি থাকে। পাশে বসে শুভম জিজ্ঞেস করল, "তোর মা জানতে পেরেছে ?"

রাজর্ষি মাথা নাড়ল, "হুঁ। কমলাদি বলে দিয়েছে।"

শুভম ঠোঁট কামড়াল। তারপর বলল, "কমলাদিকে টাইট দিবি ?"

একেবারে মনের মতো প্রসঙ্গ, রাজর্ষি জিজ্ঞেস করল, "কীভাবে ?"

"হার্ডি বয়সে একটা টাইট দেওয়ার ব্যাপার আছে। কিন্তু সেভাবে নয়। এমনভাবে করতে হবে যাতে তোর বাবা-মা বুঝতে না পারেন। দাঁড়া, দিব্যকে জিজ্ঞেস করতে হবে।" শুভম বলল।

দিব্য ওদের ক্লাসের সবচেয়ে ডানপিটে ছেলে। গতবার ফেল করেছিল। এক ক্লাসে দু'বার ফেল করলে স্কুলে ট্রান্সফার সার্টিফিকেট দিয়ে দেয়। দিব্য তাই খুব পড়াশোনা করছে। ওর মাথায় কিন্তু অদ্ভুত-অদ্ভুত বুদ্ধি খেলে। 'ফেমাস ফাইভ'-এর সবক'টা বই ও পড়ে ফেলেছে। ক'দিন আগে প্ল্যান করেছিল ওইরকম একটা টিম তৈরি করবে। কিন্তু কেউ সঙ্গী হতে চায়নি।

প্রাচীর-ঘেরা সুন্দর একটা মাঠের পাশে ওদের স্কুলবাড়ি। সকালে বাস থেকে নেমে রোজ ওরা অনেক মায়ের মুখ দ্যাখে। ওই সকালে সাজগোজ করে ছেলেদের স্কুলে পৌঁছে দিতে এসে বাইরে দাঁড়িয়েই গল্প করছেন। রাজর্ষি জানে, এই মায়েরা নিশ্চয়ই চাকরি করেন না। চাকরি করলে সকালে এত সময় পেতেন না। টিফিনের আগের পিরিয়ডগুলোয় কথা বলার সুযোগ ছিল না। চারজন সারই খুব রাগী এবং গম্ভীর। টিফিনে দিব্যকে ধরল ওরা। সব শুনে দিব্য মাঠের মাঝখানে বসে টিফিন বাক্স বের করে জিজ্ঞেস করল, "ভদ্রমহিলার বয়স কত ?"

শুভম বলল, "ভদ্রমহিলা না রে, কাজের লোক।"

"আঃ। তিনি একজন মহিলা এবং ভদ্র পরিবারে থাকেন বলে ভদ্রমহিলা। মহিলাদের এই সম্মান দেওয়াটা ভদ্রতারই পরিচয়। বুঝতে পারোনি ? বয়স কত ?" দিব্য বাক্স খুলে কেক মুখে দিল।

রাজর্ষির মনে হল দিব্য এত জানে, তবু গতবার ফেল করেছিল কেন ? কাল রাত্রে সে যেমন বাবাকে বলেছিল, তেমনই দিব্য কি ফার্স্ট হতে না চেয়ে ফেল করেছে ইচ্ছে করে ? শুভম বলল, "এই রাজর্ষি, বল না, কমলাদির বয়স কত ?"

"আমি জানি না। মনে হয় মায়ের চেয়ে বয়সে বড়।"

"তোর মায়ের বয়স কত ?" দিব্য জানতে চাইল।

"জানি না।" রাজর্ষি মাথা নাড়ল।

"ইমপসিব্‌ল। ঠিকঠাক তথ্য না পেলে কোনও সিদ্ধান্তে আসা যায় না।"

"বয়সের সঙ্গে এর কী সম্পর্ক ?" শুভম জানতে চাইল।

"আছে। মোচা চিনিস ?" দিব্য জিজ্ঞেস করল।

"মোচা ? চিনব না কেন ? তরকারি রান্না হয় নারকোল কোরা দিয়ে।"

"মোচা কী ?" দিব্য হাসি-হাসি মুখে আবার জানতে চাইল।

"মোচা !" শুভম চোখ বড় করল। তারপর বলল, "মোচা, মোচা। তরকারি খায়।"

"মোচা জিনিসটা কী, এই প্রশ্নের উত্তরটা দে।"

রাজর্ষি রেগে গেল, "মোচা কলাগাছে হয়।"

দিব্য মাথা নাড়ল, "গুড। কিন্তু কখন হয় ?"

"আমি কোনওদিন দেখিনি।" সত্যি কথাটা বলে ফেলল রাজর্ষি, "বাজার থেকে কমলাদি কিনে আনে এটুকুই দেখেছি।"

দিব্য জিজ্ঞেস করল, "তুই ওল চিনিস ?"

"না।"

"বাঃ। শুভম তুই কচু চিনিস ?"

"হ্যাঁ। মা কচুশাকের তরকারি রেঁধেছিলেন একবার।"

"কচু ক'রকমের হয় ?"

"উঃ, এর সঙ্গে কমলাদির কী সম্পর্ক ? আমি কি কখনও গ্রামে গিয়েছি যে, ওসব জানব ?"

"ছি ছি। এটা অত্যন্ত লজ্জার কথা, বাঙালির ছেলে হয়ে এইসব বাঙলাদিশি ব্যাপার তোরা জানিস না। শোন, মোচা হল কলাগাছের ফুল। সেই ফুল থেকে কলা হয়। প্রথমে কাঁচকলা। মোচা যেভাবে রাঁধা হয় কাঁচকলাকে সেইভাবে রাঁধা হয় না। আবার কাঁচকলা পাকলে সবাই খোসা ছাড়িয়ে খাই। সেটা দিয়ে তরকারি হয় না। অর্থাৎ মোচার বিভিন্ন স্টেজে বিভিন্ন ট্রিটমেন্ট। তোদের কমলাদি যদি মোচার বা কাঁচকলার বয়সী হন তো, পাকাকলার ট্রিটমেন্ট চলবে না। আগে ওঁর বয়সটা বের করে তারপর রাস্তা বলে দেব। এমন রাস্তা যে, কেউ টের পাবে না।"

রাজর্ষি ফস করে জিজ্ঞেস করল, "তুই এত জানিস তবু গতবার ফেল করলি কেন ?"

দু' সেকেন্ড তাকিয়ে থাকল দিব্য, "শুধু পড়াশোনা করলেই তো হয় না, নিজের চারপাশটাকে জানতে হয়। এই জানার জন্যে একবছর রেস্ট নিলাম। তা ছাড়া রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কলেজে পড়েছেন ? নো। শচীন তেণ্ডুলকর এ-জীবনে হায়ার সেকেন্ডারি পাশ করতে পারত না। অথচ ওর নাম শুনলে তোদের জিভে জল আসে। অস্ট্রেলিয়ানরা যেভাবে ধোলাই দিচ্ছে তাতে ফিরে এসে যদি আবার পড়ার বই নিয়ে বসে তা হলে ওরই মঙ্গল। এই যেমন আমি। একবছরের অভিজ্ঞতা আমার। দেখি কে আমাকে বিট করে !"

আলোচনা অন্যদিকে ঘুরে গেল। ইন্ডিয়া টিম অস্ট্রেলিয়া গিয়ে শুধু একের পর এক হারছেই না, ওপরের দিকে কেউ রান করতে পারছে না। ছি ছি, কী লজ্জা !

বিকেলে বাস থেকে নামতেই ওরা দু'জনকে দেখতে পেল। শুভমের মা এবং কমলাদি। দু'জনে অবশ্য বেশ দূরত্ব রেখে দাঁড়িয়ে আছেন। শুভমের মা ডাকলেন, "রাজু, শোন।"

রাজর্ষি এগিয়ে গেল, "বলুন।"

"তোমাদের দু'জনকেই বলছি। সামনে পরীক্ষা তো। এখন মন দিয়ে পড়াশোনা করবে। এই সময় ভিডিও দেখা উচিত নয়। পড়াশোনায় মন বসবে না।" শুভমের মা বললেন।

"তুমি কী করে জানলে ?" শুভম জিজ্ঞেস করল।

"জেনেছি। কালও তোমরা ভিডিও দেখেছ। আমরা কেউ এটা পছন্দ করছি না।" শুভম কটমট চোখে কমলাদিকে দেখে মায়ের সঙ্গে চলে যেতেই কমলাদি ডাকল, "এসো।"

"তুমি শুভমের মাকে বলেছ ?" রাজর্ষির খুব রাগ হচ্ছিল।

"বেশ করেছি।" হাতটা খপ করে ধরে হাঁটা শুরু করল কমলাদি।

শরীর মুচড়ে নিজেকে ছাড়াবার চেষ্টা করেও সফল হয় না রাজর্ষি। সিঁড়ির সামনে দাঁড়ানো দুটো অবাঙালি ছেলে তার দিকে তাকিয়ে হাসছে দেখে ও হঠাৎই শান্ত হয়ে গেল। এই ছেলেগুলো খুব দুষ্টু। দোতলায় থাকে। লিফ্‌টের সামনে দাঁড়াতেই লিফ্‌ট নেমে এল। গেট খুলে বেরিয়ে এলেন ভদ্রমহিলা, মায়ের খুব বন্ধু। তাকে দেখে বললেন, "তিতুর খুব জ্বর এসেছে। তোর মাকে বলিস।" বলে চলে গেলেন।

লিফ্‌টে উঠে রাজর্ষির মনে হল, তিতুকে সে কয়েকদিন দ্যাখেনি। আগে তিতু ওর খুব বন্ধু ছিল। কিন্তু শুভম বলে, 'ছেলেদের সঙ্গে ছেলেদেরই বন্ধুত্ব হওয়া উচিত। তিতুর সঙ্গে মিশে তুই কিছু জানতেই পারবি না। ও সত্যজিৎ রায়ের বই একটাও পড়েনি।' কথাটা মনে ধরেছিল রাজর্ষির। ফেলুদা, সন্তু, ঋজুদাকে তার খুব ভাল লাগলেও ফেলুদা সবচেয়ে আগে। সেই ফেলুদার বই তিতু পড়তে চায় না। সাতদিন আগে তাই ওদের ফ্ল্যাটে যাওয়া বন্ধ করেছিল সে। তিতু একা-একা কোথাও যায় না। এমনকী, স্কুলে ভদ্রামাসিই পৌঁছে দেন। মায়ের কাছে যখন ভদ্রামাসি আসেন তখন তিতু ওঁর গায়ের সঙ্গে লেপটে থাকে। জ্বর হয়েছে শোনার পর ওর

শব্দসন্ধান — রঞ্জন

সঙ্কেত : পাশাপাশি : (১) নক্ষত্রবিশেষ। (৪) কার্ত্তিক মাসের সংক্রান্তি। (৭) অনাদায়ী। (১০) গায়ক ঋতু। (১১) হালুয়া। (১২) দানশীলতা, উদারতা। (১৪) অনুশোচনা। (১৭) কার্ত্তিক। (১৯) চান্দ্র দিন। (২০) প্রহারের সঙ্গে এঁর নাম যুক্ত হয়েছে। (২২) ছাপা হওয়ার আগে হাতের লেখা। (২৪) কচ্ছপ যখন সন্ন্যাসীর জলপাত্র। (২৫) শঠ, জুয়াড়ি। (২৭) অপরিচ্ছন্ন। (২৯) লক্ষ্মী, কিন্তু শেষে নিরাকার হলে ব্রহ্মা। (৩০) রুচি ও আদবকায়দায় আধা-ইংরেজ আধা-বাঙালি।

উপর-নীচ : (২) বাহু। (৩) ভাল কাজ করলেই এটা অর্জন করা যায়। (৪) যব-জাতীয় শস্য। (৫) একটি রবীন্দ্রসঙ্গীতে সঙ্কোচজনিত যাতে নিজেকে অপমান করা হয়। (৬) বকের সারি। (৮) জন্তুসুলভ। (৯) গোখলেকে যা বলা হয়। (১০) নাকাল অবস্থা। (১৩) রটগাছ। (১৫) প্রামাণিক কাগজপত্র। (১৬) পেঁয়াজ। (১৭) কুঁচ। (১৮) ব্যর্থ পরিশ্রমে ক্লান্ত। (২১) ভাগ্য। (২২) এক কবি যাকে পান্থশালার সঙ্গে তুলনা করেছেন। (২৩) চৈনিক রাজধানীর সাবেক নাম। (২৪) রাজমিস্ত্রির যন্ত্র। (২৬) পর্বতের নিম্নদেশ। (২৭) আতা-জাতীয় ফল। (২৮) স্থির।

গত সংখ্যার সমাধান

পু	রী		নি	শা	না		চি	ম	টি
রা	তি		র		দ	ম	কা		ট্রি
কা		শি	ক্ষ	ক		ম		নি	ভ
হি		লী		শ্লো		তা	মা	শা	
নী	র	ন্ধ্র		লি	মা			না	
	সা			নী	র		নি	থ	র
	ত	ক	মা		কু		কা		বি
টো	ল		ক		টে	পা	রি		ন
ট		ব	না	নী		রু		হু	হু
কা	সু	ন্দি		বি	শে	ষ্য		ট	ড

মনে হল তিতুকে দেখা দরকার। সে কমলাদিকে বলল, "আমি তিতুকে দেখে আসছি, তুমি যাও।"

কমলাদি কড়া গলায় বলল, "কোথাও যাওয়া চলবে না। আগে হাতমুখ ধুয়ে খেয়ে নেবে। মা বাড়িতে ফিরলে যেখানে খুশি সেখানে যেয়ো। এত পাড়া-বেড়ানো কিসের!"

রাজর্ষি ঠোঁট কামড়াল। তারপর ফস করে জিজ্ঞেস করল, "তোমার বয়স কত?"

লিফ্ট ওদের ফ্লোরে পৌঁছে গিয়েছিল। লিফ্ট থেকে বেরিয়ে কমলাদি চোখ বড়-বড় করল, "ওমা, এ কী কথার ছিরি, আমার বয়স জেনে তোমার কী লাভ?"

"এমনই জিজ্ঞেস করছি। তুমি আমার মায়ের চেয়ে বড়, না ছোট?"

এবার একটু হাসি ফুটল কমলাদির ঠোঁটে। চাবি বের করে দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে বলল, "অত আমি জানি না বাপু। মনে হয় বউদির চেয়ে ছোটই হব।"

নিজের ঘরে ঢুকে বিছানায় জুতোসুদ্ধু শুয়ে পড়ল রাজর্ষি। যাক, আর কোনও সমস্যা নেই। গতবার মায়ের পঁয়ত্রিশ বছরের জন্মদিন ছিল। এখনও মা ছত্রিশ হননি। কমলাদি তা হলে ছত্রিশের নীচে। এই কথাটা দিব্যকে জানিয়ে দিলেই কাজ হয়ে যাবে। সে খুব উত্তেজিত হয়ে পড়ছিল। এই সময় কমলাদির গলা বাজল দরজায়, "ছি ছি, জুতো পরে বিছানায় শুয়ে পড়েছ। যাও, জুতো খুলে এসো বাইরে।" উঠে বসল রাজর্ষি, মনে-মনে বলল, আর মাত্র একটা দিন, তারপর যা হওয়ার হবে।

খাওয়াদাওয়া শেষ করে নিজের সবক'টা জুতো পালিশ করল রাজর্ষি। শেষপর্যন্ত কী মনে হতে মা এবং বাবার দুটো বাদ দিল না। এসব করার পর মন ভাল হয়ে গেল তার। কমলাদি শুয়ে আছে নিজের ঘরে। এখন কী করা যায়? চুপচাপ নেমে গিয়ে তিতুকে দেখে আসবে? সেটা ঠিক হবে না। শুভমকে ফোন করে কমলাদির বয়স বলে দিলে কেমন হয়? শুভম দিব্যর ফোন নম্বর জানে। দিব্যকে সেটা জানিয়ে দিলে ও আজই একটা কিছু ভেবে আসতে পারে। টেলিফোনের কাছে যেতেই রাজর্ষির মনে পড়ল আয়নাটার কথা। দৌড়ে সে চলে এল নিজের ঘরে। বইপত্তরের পেছনে রাখা আয়নাটাকে বের করে তার কাচে হাত রাখল। খুব অল্প দামের আয়না। আহা, লোকটা তবু শুধু হাতে সাহায্য নেয়নি। সে কাচ থেকে হাত তুলতেই হকচকিয়ে গেল। আয়নার মধ্যে একটা ছবি। ঠিক ছবির মতো একটা সুন্দর ফুলের বাগান। কিন্তু এই ফুলগুলো না গোলাপ, না টগর, না রজনীগন্ধা। অথচ কী সুন্দর! হঠাৎ রাজর্ষির খেয়াল হল, নিজের মুখ সে আয়নায় দেখতে পাচ্ছে না। লোকটা যখন তাকে আয়নাটা দিয়েছিল তখন এই ফুলের ছবি ছিল না। সে ধীরে-ধীরে আবার নিজের হাত আয়নায় রাখল। ছোট্ট কাচটা তার হাতের আড়ালে চলে যেতেই সে ঝট করে হাত সরিয়ে নিল। কী আশ্চর্য, বাগানটা নেই। একটা ফুলও আর চোখে পড়ছে না। এখন আয়নায় তার ঝাপসা-ঝাপসা মুখ। সে উলটেপালটে আয়নাটাকে দেখল এবং তখনই বাইরের ঘরে বেল বাজল।

আয়নাটা নিয়ে বিহ্বল হয়ে দাঁড়িয়ে রইল রাজর্ষি, এটা কীরকমের ব্যাপার হল তা ওর মাথায় ঢুকছিল না। দ্বিতীয়বার বেল বাজামাত্র সে ঝটপট আয়নাটাকে ডিকশনারির পেছনে লুকিয়ে রাখল। তারপর কয়েক পা হাঁটতেই কমলাদির গলা পেল, "কী চাই?"

(ক্রমশ)

ছবি : সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

আপনার বাচ্চার শক্তসবল হ'য়ে
বেড়ে ওঠার জন্য এবং
চোস্ত থাকার জন্য যা যা চাই
পুষ্টি
কেন প্রয়োজন
দুধের প্রোটিন
শরীর ও মস্তিষ্কের পুষ্টির জন্য।
দুধের চর্বি ও কার্বোহাইড্রেট্‌স
কাজেকর্মে শক্তির ইন্ধন জোগাতে।
ক্যালশিয়াম, ফস্‌ফরাস ও ভিটামিন-ডি
শক্ত হাড় ও দাঁতের জন্য। রিকেট থেকে বাঁচায়।
ফলিক্ অ্যাসিড, লোহা ও ভিটামিন বি-২
স্বাস্থ্যকর রক্তের জন্য যা অবসাদ দূর করে।
সোডিয়াম, পটাশিয়াম ও ক্লোরাইড
ইলেক্ট্রোলাইট ভারসাম্য এবং মাংসপেশীর কাজ উন্নত করার জন্য।
জিঙ্ক
দেহের বাড়-বাড়ন্ত এবং ক্ষতাদি থেকে তাড়াতাড়ি সেরে ওঠার জন্য।
ম্যাগনেশিয়াম
উন্নততর মাংসপেশীর নিয়ন্ত্রণ ও হাড়ের গঠনের জন্য।
ভিটামিন-এ
উত্তম দৃষ্টিশক্তির জন্য।
ভিটামিন-সি
রোগ প্রতিরোধ-শক্তি এবং ক্ষতাদি থেকে সত্বর সেরে ওঠার জন্য।
ভিটামিন-বি ১ ও বি ৬
প্রোটিন ও কার্বোহাইড্রেটগুলির সদ্ব্যবহার করিয়ে দেহকে ঠিকমত বেড়ে উঠতে সাহায্য করার জন্য।
ভিটামিন-ই
নির্মল স্বাস্থ্যকর ত্বকের জন্য।
ভিটামিন-কে
রক্তের জমাট বাঁধার ব্যাপার স্বাভাবিক রাখার জন্য।
সতর্ক মস্তিষ্ক
উত্তম দৃষ্টিশক্তি
শক্ত দাঁত
নির্মল ত্বক
সুস্থ্য রক্ত
শক্ত হাড়
রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা
চট্‌পট্ সেরে ওঠার ক্ষমতা
Sapan
ACTIVE-25
COMPLETE GROWTH FOOD
CHOCOLATE FLAVOUR
NO NEED TO ADD MILK
মহান দেহবর্দ্ধক
সপন
অ্যাক্টিভ-25
অ্যাক্টিভ দেহের জন্য – অ্যাক্টিভ মস্তিষ্কের জন্য
অ্যাক্টিভ কর্মময় প্রজন্মের জন্য
বিনামূল্যে প্রতিটি ৫০০ গ্রামের প্যাকের সংগে ৬টি স্কেচ পেন।
MAA COMMUNICATIONS-DEL-BEN

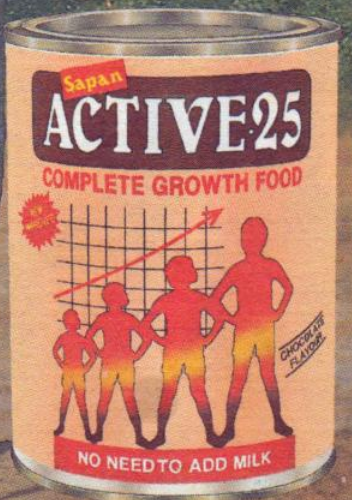

ANANDAMELA 8 JANUARY 1992 REGD. NO.
WB/CC/264 MH BY SOUTH 683 TN/MS(C)731

Lime Time

Saltee

হায় রে
এটাও সাবাড়

(দোকানে যান আবার)

পেটি বাইট

পটেটো চীপস্

এক মিনিটের দু'সেকেণ্ড কম
তার মধ্যেই প্যাকেট খতম

DUNCANS®

Chip Chaat

Spicy Nicy

Mileage/91/93